Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Boishakh 30, 1433 Bangla, May 13, 2026, Wednesday, No. 130, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has urged on university authories to stress on research and innovation activities. (BBC: 03)

Tarique Rahman has sought support of OIC member states to resolve Rohingya crisis. (R. Today: 21)

Government will review trade agreement signed with US instead of moving immediately towards cancellation --- says Prime Minister's Information and Broadcasting Adviser. (R. Tehran: 11)

Finance and Planning Minister has said, country's financial sector will be kept free from political interferences. (R. Today: 23)

Government has instructed authorities concerned to ensure payment of salaries and bonuses to garment workers before upcoming Eid-ul-Azha holidays. (Jago FM: 16)

Home Minister has informed that BGB has been placed on maximum alert to prevent push-ins along borders. (BBC: 03)

Nine more children have died from measles and related symptoms in the country. (Jago FM: 16)

BNP has filed three separate complains with ICT seeking investigation and trial over disappearances, crossfires and July uprisings killing 3,299 people during Awami League regime. (Jago FM: 15)

Government is planning to bring motorcycles and battery-run auto-rickshaws under new tax system to increase revenue collection. (Jago FM: 13)

Bangladesh has strongly condemned killing of two Bangladeshis in an Israeli attack in southern Lebanon. (BBC: 05)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
বৈশাখ ৩০, বাংলা ১৪৩৩, মে ১৩, ২০২৬, বুধবার, নং- ১৩০, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা এবং উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। (বিবিসি: ০৩)

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সমর্থন প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রীর। (রে. টুডে: ২১)

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্য চুক্তি বাতিল নয়, বরং সরকার সেটি পর্যালোচনা করবে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা। (রে. তেহরান: ১১)

দেশের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। (রে. টুডে: ২৩)

আসন্ন ঈদের ছুটির আগেই পোশাক শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। (জাগো নিউজ: ১৬)

সীমান্ত দিয়ে কোনো প্রকার অবৈধ অনুপ্রবেশ বা 'পুশ-ইন' রোধে বিজিবি সর্বদা সতর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। (বিবিসি: ০৩)

সারা দেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আরো ৯ শিশুর মৃত্যু। (জাগো নিউজ: ১৬)

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সংঘটিত গুম, ক্রসফায়ার ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ৩,২৯৯ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিনটি পৃথক আবেদন করেছে বিএনপি। (জাগো নিউজ: ১৫)

রাজস্ব আহরণ বাড়াতে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে নতুন করে করের আওতায় আনার পরিকল্পনা করছে সরকার। (জাগো নিউজ: ১৩)

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় দুই বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় বাংলাদেশের তীব্র নিন্দা। (বিবিসি: ০৫)

বিবিসি

গবেষণা ও উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগী হতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা এবং উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আজকে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন, আমি বিশ্বাস করি, এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। আপনারা যারা এতক্ষণ আলোচনা করলেন, এইসব আলোচনায় শিক্ষা ও গবেষণায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৈশ্বিক মান বজায় রাখতে পারছে কিনা?" "এমন একটি প্রশ্ন অনেকের আলোচনা ফুটে উঠেছে। দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানের উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় রাংকিংয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান এখনো প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি।" র্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত গবেষণা প্রকাশনা, সাইটেশন এবং উদ্ভাবন এই বিষয়গুলোকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। সেই ক্ষেত্রে "আমাদের অবস্থান কোথায় এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের শিক্ষাবিদগণ নিশ্চয় আরো চিন্তাভাবনা করবেন। শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা এবং উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগ না দিলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমাদের টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়বে।" চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে পা দিয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কর্মসংস্থানের নতুন বাজারে প্রবেশ করতে হলে, আমাদেরকে মুখস্ত বিদ্যা এবং সার্টিফিকেটে নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ নারগীস)

'পুশ-ইন' রোধে বিজিবি সর্বদা জাগ্রত রয়েছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ভারতের অঙ্গরাজ্যের নির্বাচন বা অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে কোনো সাম্প্রদায়িক প্রভাব পড়ার শঙ্কা আছে কিনা, এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, "বাংলাদেশ সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। সীমান্ত দিয়ে কোনো প্রকার অবৈধ অনুপ্রবেশ বা 'পুশ-ইন' রোধে বিজিবি সর্বদা জাগ্রত রয়েছে।" আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। তিনি সেখানে আরও জানান, ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ঈদকে সামনে রেখে পুলিশ সদর দপ্তরে একটি বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। ঈদের আগে ও পরে সাতদিন করে মোট ১৪ দিন এই সেল সার্বক্ষণিক কার্যকর থাকবে। পাশাপাশি র‍্যাব, পুলিশ, আনসার, বিজিবি, কোস্টগার্ড ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, জরুরি প্রয়োজনে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও বিআইডব্লিউটিএ-এর হটলাইন নম্বর চালু থাকবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এবার সারা দেশে ৪ হাজার ২৫৯টি পশুর হাট ইজারা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৫টি এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১১টি হাট থাকবে। প্রতিটি হাটে পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং জালনোট শনাক্তে ব্যাংকের বুথ ও মেশিন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশুবাহী যানবাহনে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর অবস্থানের কথাও জানান তিনি। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বডি-ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করবে এবং সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে বলে জানান মন্ত্রী।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ নারগীস)

বাংলাদেশি নার্সদের বিদেশে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ কতটা?

"আমি যখন এখানে আসি, তখন এই ফ্যাকাল্টির ডিন ছিল একজন নার্স। বাংলাদেশে আপনি মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিগুলোর নার্সিং ফ্যাকাল্টিতে কোনো ডিন কিন্তু আপনি নার্স পাবেন না," বলছিলেন জাপানের হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপে থাকা বাংলাদেশের সিনিয়র স্টাফ নার্স ড. মো. নাহিদ উজ জামান। সম্মান কিংবা আয়-ব্যয়ের মতো দিক থেকে বিদেশের সাথে বাংলাদেশের নার্সিং পেশার তুলনা করলে "আকাশ-পাতাল তফাৎ"-এর কথা বলছিলেন কানাডার রেজিস্টার্ড নার্স মোনসেফা আক্তারও। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বিশ্বজুড়ে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৯০ লাখ নার্স রয়েছে। তারপরও ২০৩০ সাল নাগাদ নার্সের ঘাটতি গড়াতে পারে ৪৫ লাখে। ফিলিপিন্স, ভারত আর পোল্যান্ড থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্স বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যায় নার্সের চাহিদার জোগানদাতা হওয়ার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশেরও। কিন্তু ভাষা থেকে শুরু করে কাঠামোগত জটিলতার মতো নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে তা কঠিন হয়ে উঠছে বলে জানাচ্ছেন খাত-সংশ্লিষ্টরা। পরিসংখ্যান বলছে, আগের তুলনায় বাংলাদেশে এখন অনেক বেশি মানুষ নার্সিং পেশায় আগ্রহী হয়ে উঠছে। ফলে এই জনবলকে বিশ্ববাজারের জন্য দক্ষভাবে গড়তে পারলে একদিকে তা যেমন মানবসম্পদ হয়ে উঠবে, তেমনি দেশের উন্নতিতেও ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে করছেন তারা।

সামনে আসছে দক্ষ জনবল, প্রাতিষ্ঠানিক অসহযোগিতার কথা

কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ জনবল গড়ার বিষয়ে অনেক ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করছেন বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ড. মো. শরিফুল ইসলাম। "আমাদের যে সেকেলে ব্রিটিশ আমলের নার্সিং এডুকেশন

সিস্টেম এ দিয়ে তো হবে না। আমাদের গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড চিন্তা করতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কারিকুলামটা ইন্ট্রোডিউস করাতে হবে," বলেন তিনি। মি. ইসলামের মতে, বর্তমান পাঠ্যসূচির ৭০ শতাংশ তত্ত্বভিত্তিক, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল ৭০ শতাংশ হাতে কলমে শেখা। "সে জায়গাটায় উল্টো চিত্র।" এছাড়া, ভাষাগত দক্ষতার অভাব, এসব দেশে নার্সিং পেশায় রেজিস্ট্রেশনের জন্যে দেওয়া এনক্লেস পরীক্ষার সেন্টার দেশে না থাকা এবং দেশীয় পরীক্ষার মানসহ নানা বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে আগ্রহীদের। ২০২৩ সালে কানাডায় যান মোনসেফা আক্তার। বর্তমানে দেশটিতে নিবন্ধিত নার্স হিসেবে কাজ করছেন তিনি। এর আগে, সাত বছর বাংলাদেশেও যুক্ত ছিলেন একই পেশায়। "বাংলাদেশের পড়াশোনার যদি তুলনা করি, আমার কাছে মনে হয়েছে আমি নার্সিংয়ের আসলে কিছুই জানি না। এখানে আসার পর আবার নতুন করে আমাকে নার্সিং পড়তে হয়েছে, জানতে হয়েছে," বলেন তিনি। এমনকি দেশের বাইরে যাওয়ার পরও কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা না পাওয়ার কথাও বলছেন মিজ আক্তার। যেমন, বিদেশে গিয়ে নার্সিং করতে হলে সেখান থেকে তথ্য যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা এবং রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানে দুইটি ফর্ম পাঠানো হয়। কিন্তু সেগুলো পাওয়ার জন্যেও তাকে "ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট হ্যাসেল (ঝামেলা) নিতে হয়েছে" বলে জানান মোনসেফা আক্তার। আবার বাইরের দেশে যেমন বিশেষায়িত নার্সের চাহিদা রয়েছে, বাংলাদেশে সেই দিকটিতেও যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে না। "বাংলাদেশে সবাই আমরা জেনারেল নার্স। কিন্তু সারা বিশ্বে কিন্তু স্পেশালাইজড নার্স খোঁজে। অর্থাৎ তাদের চাহিদা অনুযায়ী আইসিইউ নার্স, ওটি নার্স, এই জায়গাগুলোতে আমরা যদি ফোকাস করতে পারি বা আমরা যদি ক্লিনিক্যাল সাইডে স্পেশালাইজড নার্স তৈরি করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের জন্য সারাবিশ্বে বড়ো একটা মুক্ত বাজার তৈরি হবে," বলেন ড. মো. নাহিদ উজ জামান।

বাড়ছে প্রতিষ্ঠান, কিন্তু দেশেই থাকছে ঘাটতি

আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী, প্রতি একজন চিকিৎসকের বিপরীতে তিনজন নার্স থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এ বছর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত এক গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে এই অনুপাত একেবারেই উল্টো। দেশটিতে বর্তমানে চিকিৎসক সংখ্যা ১ লাখ ২৩ হাজার ৮৫৩ জন, দন্তচিকিৎসক ১২ হাজার ৯৪০ জন আর মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ৩০ হাজার ৭৯৫ জন। অন্যদিকে ধাত্রীসহ নিবন্ধিত নার্সের সংখ্যা এক লাখ ৫৩ হাজার ৬১৩ জন। ফলে চিকিৎসক বনাম নার্সের অনুপাত যেখানে থাকার কথা ১:৩, সেখানে বাংলাদেশে আছে ১.১:১। এছাড়া, প্রতি ১০ হাজার রোগীর জন্য বাংলাদেশে নার্স আছেন ৬ দশমিক ৬ শতাংশ, যেখানে একই জনসংখ্যার জন্য নেপালে আছেন ৪০ দশমিক ৯ জন আর মালদ্বীপে ৫০ দশমিক ২ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার হিসেবে পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের পরই সবচেয়ে কমসংখ্যক নার্স আছে বাংলাদেশে। এদিকে, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের তথ্যমতে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৬৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ আছে। ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৭টি। তারপরও বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রেই চাহিদার তুলনায় নার্সের সংখ্যা এখনও অপ্রতুল।

আর এর কারণ হিসেবে সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদার পাশাপাশি কর্মজীবনের উন্নতির সুযোগ স্বল্পতার মতো দিকগুলোও সামনে আসছে। "ক্যারিয়ার ল্যাডার স্মুথলি এগোনো প্রয়োজন। আমরা এখন বোটল নেক অবস্থায় আছি। মানে বোতলের পেটের মধ্যে সব সিনিয়র স্টাফ, নার্স আর কিছু কিছু চেয়ারে যারা অবস্থান করছি। আমার মনে হয়, বিন্যাসটা যদি সুন্দর হয়, তাহলে নিচের জায়গাটা খালি হবে। তখন মানুষের মধ্যে আগ্রহটা সৃষ্টি হবে," বলছিলেন আয়াত কলেজ অব নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস-এর অধ্যক্ষ তাছলিমা বেগম। আবার উন্নত বিশ্বে যেখানে নার্সিং প্রথম শ্রেণির চাকরি, সেখানে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে নার্সদের প্রাথমিক বেতন শুরু হয় ১০ম গ্রেড থেকে, যা সাধারণভাবে বিবেচিত হয় 'দ্বিতীয় শ্রেণি' হিসেবে। বাংলাদেশের সাথে কানাডার আয় অনুযায়ী ব্যয়ের তুলনা করলে অনেক পার্থক্য রয়েছে বলে জানান মিজ মোনসেফা আক্তার। যেখানে দেশে আয়ের পুরোটাও জীবনযাপনের জন্য কখনও কখনও যথেষ্ট ছিল না, সেখানে বিদেশে আয়ের অর্ধেক দিয়েই 'কমফোর্টেবল' থাকা যায় বলে জানান তিনি। এছাড়া, কানাডায় নার্সিং করার সময় যে সম্মান পেয়েছে, নিজের দেশে তা পাননি বলে মন্তব্য করেন মোনসেফা আক্তার। "একটা ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রিতে যে পরিমাণ রেসপেক্ট বাংলাদেশি নার্স হিসেবে পেয়েছি, আমি আমার নিজের কান্ট্রিতেও হয়ত আমি যখন কাজ করেছি, সেই রেস্পেক্টটা আমার ছিল না," তিনি বলছিলেন। মিজ আক্তার বলেন, "আমাদের ডাক্তারদের সাথে যে সম্পর্ক, সেটা খুবই অন্যরকম। বাংলাদেশের সাথে তুলনা করলে ডাক্তারদের যে-রকম আমাদের বস ভাবা হয়, কিন্তু এখানে আমরা সবাই কলিগ। এখানে সবাই সবাইকে সম্মান করতে হয়।"

প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ আর পরিকল্পনা

পেশায় প্রবেশের আগেই দেশের বাইরে যাওয়ার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন নার্সিংয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের অনেকে। আয়াত কলেজ অব নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস-এর চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সূচনা তেরেজা গোস্তা। পড়াশোনা শেষ করে পাড়ি জমাতে চান যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি বলেন, "ওখানে জব সিকিউরিটি অনেক ভালো, প্লাস ওখানকার মানুষজন রুলস-রেগুলেশন্স অনেক বেশি মেনে চলে।" একই কলেজে পড়ছেন সুরাইয়া জাহানও। তিনি জানান, উচ্চতর শিক্ষার জন্য তার দেশের বাইরে যাওয়ার আগ্রহ আছে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের তথ্যমতে, বাংলাদেশের নিবন্ধনকৃত দেড় লাখের কিছু বেশি নার্সদের মধ্যে ৪৪ হাজার ৮৫৮ জন সরকারি চাকরি করেন। আর বাকিদের একটি অংশ যুক্ত আছে বেসরকারি খাতে, আরেকটি অংশ বেকার। অথচ দক্ষভাবে গড়ে

তুলতে পারলে একদিকে তারা যেমন দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারবে, অন্যদিকে বিদেশেও তৈরি হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ আর পরিকল্পনার দিকটিতেই জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। "যেহেতু স্বাস্থ্য খাতে নার্সিং অনেক বড়ো ওয়ার্কফোর্স, এদের কন্ট্রিবিউশন অনেক। এদের যদি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়, তাহলে আমার মনে হয়, দেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করেও আমরা বিদেশে নার্স পাঠাতে পারবো," বলেন ড. মো. শরিফুল ইসলাম। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় দুই বাংলাদেশি নিহত, তীব্র নিন্দা ঢাকার

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গতকাল সোমবার ১১ মে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মঙ্গলবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহত দুইজনের বাড়িই সাতক্ষীরায়। ওই হামলায় নিহত শফিকুল ইসলামের বাড়ি সাতক্ষীরা সদর উপজেলায়। নিহত আরেকজন হলেন মো. নাহিদুল ইসলাম নাহিদ, যার বাড়ি সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে নিহতদের মরদেহ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করছে এবং নিহতদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। এ অঞ্চলে চলমান সহিংসতা ও বেসামরিক মানুষের প্রাণহানিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে, এতে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করতে এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে সরকার। এর আগে, লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে দক্ষিণ লেবাননে নাবাতিয়ের যেন্দীন এলাকায় তাদের আবাসস্থলে অবস্থানরত অবস্থায় ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় তারা নিহত হন। তাদের মরদেহ নাবাতিয়ের নাবিহ বেররী হাসপাতালে রাখা হয়েছে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ নারগীস)

বাংলাদেশের 'হিন্দুদের অবস্থা' দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে প্রচারণা চালিয়েছে আরএসএস

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সব সময়েই উঠে আসে। তবে এবারের ভোটের অনেক আগে থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস বাংলাদেশের 'হিন্দুদের অবস্থা' দেখিয়ে প্রচার চালিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও 'অস্তিত্বের সংকটে' পড়তে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরাট সাফল্যের পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের অবদান নিয়ে আলোচনা চলছে। সংঘ দীর্ঘদিন ধরে বলে থাকে যে, তারা নির্বাচনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভোটের ফলাফলের পরে, আরএসএস পর্দার আড়ালে থেকেও কোনও নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিজেপির মতাদর্শগত ভিত্তি হিসাবে পরিচিত আরএসএস এই নির্বাচনে আগের থেকেও বেশি সক্রিয়তা দেখিয়েছে বলে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রকাশ্যে মাঠে নামা থেকে বিরত থেকেছিল সংঘ, তবে এবারের নির্বাচনে আরএসএস ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো তৃণমূল স্তরে সমস্ত শক্তি নিয়েই নেমেছিল। আরএসএসের এক প্রচারক বিবিসিকে জানিয়েছেন যে, এবারের নির্বাচনে শত শত স্বয়ংসেবক ও কর্মী একটাই বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন যে, এই নির্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজের 'অস্তিত্বের' প্রশ্ন রয়েছে। সমালোচকরা মনে করেন যে, নির্বাচনের সঙ্গে 'অস্তিত্বের' লড়াইয়ের কথা বলে ধর্মীয় মেরুকরণকে তীব্রতর করা হয়েছে।

শাখাগুলোর মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে প্রভাব

আরএসএসের প্রাথমিক কেন্দ্রগুলোকে 'শাখা' বলা হয়। এই শাখাসমূহই সংঘের সব থেকে বড়ো শক্তি। আরএসএসের কর্মীদের স্বয়ংসেবক বলা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সংঘের প্রায় সাড়ে চার হাজার শাখা সক্রিয় আছে। দশ বছর আগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজারের কাছাকাছি। কলকাতার একটি শাখায় যোগ দেওয়া স্বয়ংসেবকরা বলছেন, কোনও নির্দিষ্ট দলের হয়ে প্রচার করা নয়, সংঘের কাজ হলো জনগণকে তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা তুলে ধরা। সংঘের 'প্রান্ত ব্যবস্থা প্রমুখ' সীতারাম দাগার কথায়, স্বয়ংসেবকরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জনগণকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তবে তারা কোনও দলের নাম নেন না। 'প্রান্ত ব্যবস্থা প্রমুখ' আরএসএসের একটি পদের নাম, যার দায়িত্ব মূলত সংঘের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা করা। মি. দাগা বলছিলেন, "আমরা যখন কথা বলি, তখন এটাই জানাই যে, দেশের স্বার্থে যারা কাজ করছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থে কাজ করছে, যারা হিন্দুত্বের জন্য কাজ করছে, যারা সমাজের সেবা করছে, আপনারা তাকেই নির্বাচিত করুন। "আমরা এটা বলি না যে, আপনারা বিজেপিকে বেছে নিন, তবে সংঘের স্বয়ংসেবকরা যেহেতু বিজেপিতেও রয়েছেন, তাই কিছু কথাবার্তা তো হয়ই। এটা তো সাধারণ মানুষও জানেন, বোঝেন। কিন্তু আমরা নিজের মুখে কখনোই এরকম প্রচার চালাই না," বলছিলেন মি. দাগা। সমালোচকরা অবশ্য যুক্তি দেন যে, শাখাগুলোর মাধ্যমেই সমাজের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তার করা হয়। সংঘ এটা অস্বীকার করে, তবে এটাও সত্য যে নির্বাচনের সময়ে তৃণমূল স্তরে এই স্বয়ংসেবকদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়।

বিজেপির জয়ের পিছনে আরএসএসের অবদান কতটা?

এই নির্বাচনে বিজেপি ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকের একাংশের মতে, মমতা ব্যানার্জীর সরকারের বিরুদ্ধে শাসক-বিরোধী ক্ষোভ তার পরাজয়ের একটি বড়ো কারণ। কিন্তু

একইসঙ্গে এই যুক্তিও সামনে আসছে যে, আরএসএসের সমর্থন ছাড়া বিজেপি এত বড়ো জয় হয়ত পেত না। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের দলের প্রতি সংঘের সমর্থনটাই স্বাভাবিক, কারণ দুটি সংগঠনের মতাদর্শগত ভিত্তিই হলো জাতীয়তাবাদ। দলের মুখপাত্রদের মতে, সংঘের কর্মীরা 'সুশাসন' এবং জাতীয়তাবাদের ইস্যুগুলো নিয়ে তৃণমূল স্তরে কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, "সংঘ তৃণমূল স্তরে যে কাজ করেছে, তা সুশাসনের জন্য এবং জাতীয়তাবাদের পক্ষে। আবার বিজেপিও জাতীয়তাবাদের কথা বলে। বিজেপি একটি জাতীয়তাবাদী দল, তাই সংঘও আমাদের সমর্থন দেয়। তাদের কাজ ছিল তৃণমূল স্তর পর্যন্ত। ওই পর্যায়ে তারা আমাদের হয়ে কথা বলেছে। তারা স্বাভাবিকভাবেই এটা করেছেন।"

'নমনীয়' রণকৌশল এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে, উচ্চৈঃস্বরে স্লোগান দিয়ে বা বড়ো মঞ্চে বক্তৃতা করে নয়, সংঘ তার প্রভাব বিস্তার করে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে। মানুষের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ, ফোন কল, পারিবারিক দেখা-সাক্ষাৎ, এগুলোই পশ্চিমবঙ্গে সংঘের রণকৌশল ছিল। আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ প্রচারক বিজয় আঢ্য বলেন, এবারের নির্বাচন ছিল হিন্দু সমাজের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। তার মতে, পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, বিশেষত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়'। বিজয় আঢ্যের কথায়, "সংঘের কর্মীরা ঘরে-ঘরে গিয়ে সংঘের ভূমিকা নিয়ে মানুষকে সচেতন করেছেন। আর এবারের নির্বাচন যে হিন্দুদের কাছে অস্তিত্বের প্রশ্ন, সেটাও বলা হয়েছে। সংঘ মানুষকে বলেছে যে, বাংলাদেশের হিন্দুদের যে অবস্থা হয়েছে, একই পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গেও হবে।" "পশ্চিমবঙ্গই বাঙালি হিন্দুদের একমাত্র মাতৃভূমি, তাই এখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ তাদের নীতিই হলো তোষণ করা এবং তারা মুসলমান সম্প্রদায়কে তোষণ করে চলে। আমরা মানুষকে বলেছি যে, যদি বিজেপির সরকার না গড়া যায়, তাহলে হিন্দুদের আরও একবার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে হবে," বলছিলেন, মি. আঢ্য।

ধর্মীয় মেরুকরণ

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরে, বিজেপি নেতা ও নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলছেন যে, তার দলের জয় আসলে হিন্দুত্বের জয়। তাহলে এবারের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কি আসলে হিন্দু বনাম মুসলমান ভোটযুদ্ধ হয়েছে? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে সংঘের কি কোনও ভূমিকা ছিল? কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জাদ মাহমুদ বলেন, এই নির্বাচনে ধর্মীয় মেরুকরণ স্পষ্টতই দেখা গেছে। মি. মাহমুদ বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী যখন ভবানীপুরের ফলাফল নিয়ে কথা বলছিলেন, তখন এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে, মুসলমান এলাকার ইভিএম খোলা হবে, হিন্দু এলাকার ইভিএম খোলা হবে, হিন্দু এলাকার ভোট এদিকে আসবে, মুসলমান ভোট ওদিকে যাবে। এখন পশ্চিমবঙ্গে যে ধর্মীয় মেরুকরণ দেখা যাচ্ছে, মানসিকতার যে পরিবর্তন হয়েছে, সেই পরিবর্তনে আরএসএসের বড়ো ভূমিকা থেকেছে।" অধ্যাপক মাহমুদ বলেন, "আরএসএসের কাজ হচ্ছে মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে মৃদুভাবে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করা, যাতে তাদের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন করা যায়। "আরএসএস সর্বত্র এভাবেই কাজ করে। তারা মানুষের জন্যই কাজ করেন, কিন্তু তাদের পরিচালিত স্কুলে আর পাঠ্যক্রমে এক বিশেষ ধরনের মতাদর্শ শেখানো হয়। শেষ পর্যন্ত এই মতাদর্শটাই বিজেপির রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে সহায়তা করে," বলছিলেন মি. মাহমুদ। অধ্যাপক মাহমুদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে বিজেপির জন্য জায়গা তৈরি করার কাজটা করেছে আরএসএস। তিনি বলেন, "বাকি ভারতের বাকি অংশে একজন বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ভাবমূর্তিটা কী? সাধারণত, মানুষ মনে করে যে, বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলবেন, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী হবেন। অর্থাৎ, এরকমই একটা ছবি রয়েছে বাঙালিদের সম্বন্ধে। এখন যখন আমরা দেখছি যে, এই ধরনের অনেকেই প্রকাশ্যে বিজেপিকে সমর্থন করছেন, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় একটা বদল ঘটেছে।" "এই পরিবর্তনটা ঠিক কী এবং কীভাবে তা ঘটল, তা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। আরএসএস দীর্ঘদিন ধরে সফলভাবে কাজ করে চলেছে," বলছিলেন মি. মাহমুদ। তিনি বলেন, "যে দলটিকে তৃণমূল কংগ্রেস বহিরাগতদের দল হিসাবে বর্ণনা করেছিল, বাঙালিদের চিন্তাভাবনা বা সংস্কৃতি নিয়ে যাদের কোনো ধারণা নেই এবং যারা পশ্চিমবঙ্গকে বোঝা না, এই ভাষ্যটা ২০২১ সালে কাজ করেছিল; কিন্তু এবার তা যে যে সফল হলো না, তার পিছনে আরএসএসের একটা ভূমিকা আছে।"

এরপর কী?

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে সংঘের বেশ কয়েকটি সহযোগী সংগঠন তৃণমূল স্তরে বিশেষভাবে সক্রিয় থেকেছে। নারী ও যুব সমাজের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে তারা। বিবিসি জানতে পেরেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলোতে এই প্রচারাভিযানে সামনের সারিতে ছিল সংঘের সহযোগী সংগঠন 'সীমান্ত চেতনা মঞ্চ'। এই সংগঠনটি সীমান্ত অঞ্চলে জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে জোর দিয়েছিল। এখন যেহেতু বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেছে, তখন সংঘের রাজনৈতিক দলের কাছে কী প্রত্যাশা করা যায়? সংঘের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা স্বীকার করেন যে, এখন পশ্চিমবঙ্গে ভয়ের পরিবেশ কমেছে এবং আগামী দিনে আরও অনেক মানুষ প্রকাশ্যেই সংঘের কর্মসূচিতে যুক্ত হবেন। একইসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংঘের কাজ সরকার গঠন করার ওপরে নির্ভর করে

না। বিজেপি ক্ষমতায় থাকুক বা বিরোধী পক্ষে, সংঘ তাদের মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল আবারও ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, যখন মতাদর্শ ও সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল স্তরে একইসঙ্গে কাজ করে, তখন নির্বাচনি রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়ে। বিজেপি সরকার গঠনের পর পশ্চিমবঙ্গে সংঘের প্রভাব কোন পথে, কতটা বাড়ে, সেদিকেই এখন নজর থাকবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভারত সীমান্তে কাঁটাতার আবার আলোচনায়, উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন বাংলাদেশের দলগুলোর

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর গত শনিবার রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নেয় বিজেপি। সোমবার এই সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো- বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণসংক্রান্ত। এই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফকে ৪৫ দিনের মধ্যে জমি বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলে বৈঠক শেষে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যমতে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের ২ হাজার ২১৬ কিলোমিটারের সীমান্ত রয়েছে। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গত ১৫ বছর রাজ্য ক্ষমতায় ছিল, তখন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই তুলে আসছিলেন। নির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে সরকার গঠনের পর প্রথমেই সীমান্তে বেড়া দেওয়া নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিলেন তারা। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কে টানাপড়েন তৈরি হয়। সেই সময়ে বাংলাদেশের একাধিক সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে বাংলাদেশের বিজিবি কিংবা ওইসব এলাকার বাসিন্দাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনাও দেখা যায়। আবার ভারতের পাশ থেকে বাংলাদেশে 'পুশ-ইনের' অনেক ঘটনাও সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া সংক্রান্ত তৎপরতা নিয়ে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে ক্ষমতাসীন বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে 'ভয় দেখানো যাবে না' বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব বিষয়। তবে সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিজিবি সার্বক্ষণিক সতর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি। কোনো অঙ্গরাজ্য নয়, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বাংলাদেশের, এই মন্তব্যও করেছেন তিনি। এদিকে, বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বলছে, এই বেড়া নির্মাণের মাধ্যমে 'বিভেদের দেওয়াল' তৈরি করছে ভারত, যে কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগে নজর রাখছে তারা।

বাংলাদেশ ভারতের সীমান্ত কত?

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪ হাজার ৯৬ দশমিক ৭ কিলোমিটার। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ তাদের তথ্যে বলা আছে, এই সীমান্তের ৮৬৪ কিলোমিটার বেড়া নির্মাণ বাকি রয়েছে। এর মধ্যে আবার ১৭৪ কিলোমিটারেরও বেশি অংশ রয়েছে, যেখানে জমি অধিগ্রহণ ও ভূমিধস সমস্যা এবং কিছু এলাকায় জলাভূমি রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সীমানা রয়েছে, তার মধ্যে বড়ো অংশই পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশটির লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে সীমান্ত রয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত রয়েছে ২ হাজার ২১৬ কিলোমিটার, তার মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৬৫৩ কিলোমিটারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করেছে দেশটি। পশ্চিমবঙ্গে ৫৬৩ কিলোমিটার সীমান্ত কাঁটাতার দেওয়া বাকি রয়েছে। বিএসএফের সাবেক মহাপরিচালক পি কে মিশ্রর মতে, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে গ্রামবাসীদের জমি অধিগ্রহণের চ্যালেঞ্জটাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এবার বিধানসভা নির্বাচনি প্রচারণার সময় বিজেপির অমিত শাহ-এর দপ্তর থেকে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষিত করতে ৬০০ একর জমির প্রয়োজন, তা "বিএসএফকে দিচ্ছে না মমতা ব্যানার্জী; বিজেপি ক্ষমতায় এলেই সেই জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে।" যে কারণে পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই সীমান্তের বাকি অংশে কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরুতেই উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ত্রিপুরার সাথে ৮৬৫ কিলোমিটার, মেঘালয় রাজ্যের সাথে ৪৪৩ কিলোমিটার, মিজোরামের সাথে ৩১৮ কিলোমিটার এবং আসাম রাজ্যের সাথে রয়েছে ২৬৩ কিলোমিটারের সীমানা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরে ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সম্পর্কের টানাপড়েন তৈরি হয়েছিল বটে। কিন্তু ভারত সরকার সে সময় থেকেই বাংলাদেশে নির্বাচনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে আসছিল। ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠন করলে কূটনীতিক বিশ্লেষকরা মনে করেছিলেন, দুই দেশের সম্পর্কে যে টানাপড়েন তৈরি হয়েছিল, সেটি অন্তত লাঘব হবে। তবে বাংলাদেশে নতুন সরকার আসার পাশাপাশি ভারতের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারেও। গত

শনিবার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর, সোমবার প্রথম বৈঠকেই বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলোতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিবৃতি আসেনি, তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অবস্থান জানিয়েছেন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "কাঁটাতার দিয়ে বাংলাদেশের মতো দেশকে এখন ডর দেখানোর মতো কোনো জায়গা নাই।" "বাংলাদেশের মানুষ কাঁটাতার ভয় পায় না। বাংলাদেশের সরকারও কাঁটা তার ভয় পায় না। যেখানে আমাদের কথা বলা দরকার, আমরা কথা বলবো," সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন তিনি। তিনি আরো বলেন, "সীমান্তে ভারতেরও দেখাতে হবে মানবিক অ্যাপ্রোচ, ডিলিং উইথ সিকিউরিটি। এখানে যদি গুলি মেরে মানুষ হত্যা করা হয় বা তারে ঝুলাইয়া ফেলে রাখবেন, যেগুলো আমরা দেখছি হাসিনার সময়, ওই নমুনায় বর্ডার আর কোনোদিন ইনশাল্লাহ আসবে না।" "আর ওই নমুনায় যদি কেউ বর্ডার করতেও চায়, তাহলে এই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ না যে, বসে বসে দেখবে। এই বাংলাদেশের পরিকল্পনা আছে, কী করতে হবে। ইনশাল্লাহ আশা করি, ওই পথে যাবে না," বলেন মি. কবির।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বরাবরই গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ ইস্যু। বাংলাদেশ নিয়ে সেখানকার নেতাদের বিভিন্ন মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনেও বাংলাদেশের নাম এসেছে বিভিন্নভাবে। এছাড়া, 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা নিয়ে উদ্বেগ ও আলোচনাও রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী বলছে, ভারতের এই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নতুন না, তবে এটি যদি বাংলাদেশের মর্যাদাহানির কারণ হয়, তাহলে সেটি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেবে তারা। দলটির কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "কাঁটাতারের বেড়া যদি তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য দেয়, সেই অধিকার তাদের আছে। তবে বেড়া দেওয়ার উদ্দেশ্য যদি হয় আরেকটা রাষ্ট্রের মর্যাদাহানি বা অন্যের ভূমি দখল, তাহলে সেটি হবে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত, আরেকটি রাষ্ট্রের ওপর হস্তক্ষেপ।" তিনি বলেন, বিরোধী দল এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রেখেছে। ভারতের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তায় যদি কোনো ধরনের বিঘ্ন ঘটে, তাহলে বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে নীরব থাকবে না জামায়াতে ইসলামী। শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভারতবিরোধী অবস্থান নিয়ে সরব হতে দেখা গেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির নেতাদের অনেককে। দলটি মনে করছে, পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকারের সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্তটি যতটা না নিরাপত্তার, তার চেয়েও বেশি রাজনৈতিক। এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোও এটা নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু বিজেপি শুরু থেকে এটা নিয়ে তোয়াক্কা করছে না।" "কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে তারা আমাদের এখানে বিভেদের দেওয়াল তুলতেছে। আমরা মনে করি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং এটির সম্মানজনকভাবে সমাধান সম্ভব," যোগ করেন তিনি। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স মনে করেন, উদ্দেশ্য যদি হয় অনুপ্রবেশ বন্ধ, সেটি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঠেকানো কঠিন। তিনি বলেন, ভারতের সাথে অনেক সমস্যা আছে, সেগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ নারগীস)

পুলিশ কর্মকর্তার রাজনৈতিক বক্তব্য ঘিরে বিতর্ক, পরিবর্তন কি কেবল পোশাকেই সীমাবদ্ধ?

"বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে ১৮ বছরে একের পর এক পদ বঞ্চনা, অপমান, বৈষম্য আর মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। কিন্তু শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আমি জাতীয়তাবাদী আদর্শ থেকে একচুলও বিচ্যুত হইনি," পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) রেজাউল করিম মল্লিকের এমন বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকসহ বিভিন্ন মহলে নানান আলোচনা-সমালোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় সরকারি একজন কর্মকর্তা নিজের রাজনৈতিক আদর্শ তুলে ধরে এ ধরনের বক্তব্য দিতে পারেন কি-না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। একইসঙ্গে, পুলিশ বাহিনী আবারও দলীয়করণের দিকে ঝুঁকছে কি-না, সেই প্রশ্নও সামনে আসছে। "এ ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য আমরা দিতে দেখতাম ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে। গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতন ঘটার পর, ওই সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে বলে আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক সরকারের সময় আবারও একই ঘটনা ঘটার বিষয়টা অত্যন্ত হতাশাজনক ও দুঃখজনক ব্যাপার এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন। সাবেক সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার মাধ্যমে ডিআইজি মি. মল্লিক সরকারি কর্মচারীদের আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পার হওয়ার পরও তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। "এটা বাহিনীর অন্য সদস্যদের এক ধরনের রং মেসেজ বা ভুল বার্তা দিচ্ছে। এটা পুলিশকে নিরপেক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টার কথা সরকার বলছে, সেই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান। যদিও পুলিশ সদর দফতর বলছে, ডিআইজি মল্লিকের রাজনৈতিক বক্তব্যের বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে এবং সেটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে।

কিন্তু বিভাগের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি-না বা নিলে ঠিক কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

আর কী বলেছিলেন ডিআইজি?

ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিকের যে বক্তব্য ঘিরে সমালোচনা ও বিতর্ক হতে দেখা যাচ্ছে, সেটি তিনি দিয়েছিলেন পুলিশ সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষ্যে সোমবার ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে। বক্তব্যের শুরুতে মি. মল্লিক জানান, প্রায় তিন দশকের চাকরি জীবনে তিনি বারবার পদবঞ্চনা, বৈষম্য, অপমান আর মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। "প্রায় ২৯ বছরের চাকরি জীবনে এই প্রথমবার আপনার (প্রধানমন্ত্রীর) কার্যালয়ে আসার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। জীবনে দীর্ঘ বঞ্চনা, কষ্ট, অপমান আর অপেক্ষার ইতিহাসের বিপরীতে আজকের মুহূর্তটি আমার কাছে সুন্দরতম প্রাপ্তি," বলেন মি. মল্লিক। তিনি দাবি করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছাত্রদলের রাজনীতর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। "জাতীয়তাবাদী আদর্শের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম বিধায় চাকরি জীবনের শুরুতেই মাত্র ১৭ মাসের মাথায় ১৯৯৮ সালে আমার ব্যাচ থেকে শুধু আমাকেই তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকার অব্যাহতি দেয়।" "এরপর সাড়ে চার বছর অপমান আর সীমাহীন মানসিক যন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছি। সমাজ, আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজের পরিবারের কাছেও নিজেকে অসহায় মনে হতো," বলেন ঢাকা রেঞ্জের এই ডিআইজি। এরপর ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপে চাকরি ফিরে পান বলে জানান মি. মল্লিক।

"এরপর পেশাগত জীবনে নিষ্ঠা, সততা আর নিরপেক্ষতার সাথে চাকরি করে গেলেও, বিগত ফ্যাসিস্ট আমলের ১৮ বছরে একের পর এক পদ বঞ্চনা, অপমান, বৈষম্য আর মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। কিন্তু শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আমি জাতীয়তাবাদী আদর্শ থেকে একচুলও বিচ্যুত হইনি," বলেন পুলিশের এই কর্মকর্তা। তিনি এটাও দাবি করেন যে, শৈশবে স্কুলে পড়ার সময়েই বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে দেখে তিনি দলটির আদর্শ ও রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মি. রহমানের মৃত্যুর খবরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন বলেও উল্লেখ করেন। সেইসঙ্গে এটাও দাবি করেন যে, তার জীবনের কঠিন সময়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আশ্বাস ও স্নেহ তাকে "নতুন করে বেঁচে থাকার শক্তি দিত"। বক্তব্য প্রদানকালে পুলিশের ডিআইজি মি. মল্লিক প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপার্সনকে "মাদার অব ডেমোক্রেসি" এবং "আপোশহীন দেশনেত্রী" হিসেবে উল্লেখ করেন। সাধারণত বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরাই খালেদা জিয়াকে এসব উপাধিতে বর্ণনা করে থাকেন। মি. মল্লিক যখন এমন বক্তব্য দেন, তখন তার পেছনে মঞ্চে বসে ছিলেন বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এছাড়াও ছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, স্বরাষ্ট্রসচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী এবং পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির।

'অশনি সংকেত'

আওয়ামী লীগ সরকারের টানা দেড় দশকের শাসনামলে পুলিশসহ প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে দলীয়করণ এবং রাজনৈতিক স্বার্থে প্রশাসনকে ব্যবহার করার অভিযোগ আছে। তখন বিভিন্ন সময় পুলিশসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে, এমনকি নৌকার পক্ষে ভোট চাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে, যা নিয়ে সমালোচনাও হতে দেখা যায়। "ওইসব নানান ঘটনায় আওয়ামী লীগ সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। হাসিনা সরকারের পতনের পর, পুলিশসহ প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজানো এবং দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার দাবি ওঠে। এ লক্ষ্যে ডজনখানেক সংস্কার কমিশনও গঠন করা হয়, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য নানান প্রস্তাবনা জমা দেন। সেখানে পুলিশ বাহিনীর ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে একটি স্বতন্ত্র পুলিশ কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। একইসঙ্গে, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ বন্ধ করে পুলিশ বাহিনীকে নিরপেক্ষ ও জনবান্ধব করে গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও পুলিশের আচরণে পরিবর্তন আনা, পোশাক ও মনোগ্রাম পরিবর্তনসহ আরও বেশকিছু সুপারিশ করা হয়।

"এর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্য তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হতো পোশাক পরিবর্তনকে। অথচ, সেই সুপারিশটাই আগে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, বাকিগুলোর বিষয়ে তেমন কোনো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। "ফলে পুলিশের সদস্যরা আবারও আগের মতো ধীরে ধীরে ঘুস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, মামলা বাণিজ্যসহ অন্যান্য অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন," যোগ করেন তিনি। এর মধ্যে আবার পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মুখে রাজনৈতিক বক্তব্য উচ্চারিত হওয়াকে 'অশনি সংকেত' হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। "গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশকে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ এবং জনবান্ধব বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার যে গণদাবি উঠেছিল, সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সোমবারের এই ঘটনা আমি বলবো অবশ্যই একটি অশনি সংকেত," বলছিলেন মানবাধিকারকর্মী মি. লিটন। পুলিশে দলীয়করণ বন্ধ করা না গেলে, পরিস্থিতি আবারও খারাপের দিকে যাবে বলে সতর্ক করেন তিনি। "অতি

উৎসাহী এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে থামানো না গেলে, পুলিশ বাহিনী আবারও আগের মতো দলীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে শুরু করবে। তখন আরেকটি গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়োজন দেখা দিবে," বলেন মি. লিটন।

কী বলছে সরকার?

ডিআইজি মি. মল্লিক যখন রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এবং পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। কিন্তু কেউই মি. মল্লিককে থামাননি, এমনকি পরে বক্তব্য প্রদানকালে বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেননি। "তাদের উচিত ছিল ডিআইজিকে থামিয়ে সতর্ক করে দেওয়া। কারণ প্রশাসনে দলীয়করণের ফল কী হতে পারে এবং কতটা ভয়ংকর হতে পারে, বিরোধীদলে থাকাকালে বিএনপি নিজেই সেটি ভালোভাবে দেখেছে," বলছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মি. মোরশেদ। পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধনের পর রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেও গত রোববার ঘোষণা দেন যে, পুলিশ বাহিনী কোনো দলের হয়ে কাজ করবে না। "ফ্যাসিবাদী সরকার নিজেদের হীন স্বার্থে পুলিশ বাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। সেই অন্ধকার সময় পেরিয়ে এখন সময় এসেছে নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার। জনগণের বিশ্বাস অর্জনই এখন পুলিশের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ," বলেন তারেক রহমান। "পুলিশ কোনো দলের অনুগত হবে না, বরং প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে," যোগ করেন তিনি।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রধানমন্ত্রী এমন ঘোষণা দেওয়ার তিনদিনের মাথায় আরেক অনুষ্ঠানে একজন ডিআইজি তার সামনে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন। "প্রধানমন্ত্রী যদি তখনই ওই কর্মকর্তাকে থামাতেন এবং সতর্ক করে দিতেন, তাহলে একটা নতুন নজির স্থাপিত হতো। এখনও যদি ওই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাহলে বোঝা যাবে সরকার পুলিশকে নিদলীয় ও জনবান্ধব বাহিনী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে কতটা আন্তরিক," বলেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। এদিকে, সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট বিধি-নিষেধ রয়েছে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালায়। বিধিমালার পঁচিশ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দলের বা তাদের অঙ্গসংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনোভাবে যুক্ত হতে বা কোনো প্রকারে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করতে পারবেন না। সেখানে আরও বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী আইন পরিষদ নির্বাচনে কোনো প্রকার প্রচারণা অথবা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ বা প্রভাব প্রয়োগ অথবা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। কেউ এসব বিধি ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও, এখনও অভিযুক্ত ডিআইজি'র বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। "বিষয়টি পুলিশ সদর দপ্তর আমাদের নজরে এসেছে এবং বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন সংস্থার মুখপাত্র এ এইচ এম শাহাদত হোসাইন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

ঢাকায় প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০৪ রানে হারাল বাংলাদেশ

মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপরীতে ঢাকায় প্রথম টেস্টে ক্রিকেটে জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানকে ১৬৩ রানে অলআউট করে ১০৪ রানের বড়ো জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। শেষ সেশনে নাহিদ রানার একাই নেওয়া পাঁচ উইকেটে জয় ধরা দিয়েছে বাংলাদেশের হাতে। এই টেস্টে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের তোলা ৪১৩ রানের জবাবে পাকিস্তান ৩৮৬ রান করেছিল। এরপর বাংলাদেশ ৯ উইকেটে ২৪০ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে। জবাবে মোট ২৬৮ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৫২.০৫ ওভার খেলে ১৬৩ রানে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান। এর আগে, ২০২৪ সালেও পাকিস্তানের মাটিতে টেস্টে জয়লাভ করেছিল বাংলাদেশ। ১৬ মে ঢাকায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ নারগীস)

ইরানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ২৪ জনকে কারাদণ্ড দিল বাহরাইন

ইরানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ২৪ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছে বাহরাইন। তাদের মধ্যে তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে ইরানকে সমর্থন এবং বাহরাইনে হামলা চালাতে ইরানকে সহায়তার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে দেওয়া কঠোর শাস্তিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। বাহরাইনের হাই ক্রিমিনাল কোর্ট আরও ২০ জনের বেশি মানুষকে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিয়েছে। আদালত জানিয়েছেন, দণ্ডপ্রাপ্তরা সাম্প্রতিক সময়ে বাহরাইনে হামলা চালাতে ইরানকে সহায়তা করেছে। যাবজ্জীবন দণ্ড পাওয়া এক আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের সাথে মিলে বাহরাইনের বিরুদ্ধে "শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড" চালিয়েছেন এবং জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছেন। আরেক মামলায় আদালত আরও দুইজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের হয়ে বাহরাইনের বিরুদ্ধে "সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড" পরিচালনার উদ্দেশ্যে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ নারগীস)

হরমুজ প্রণালিতে নিয়ন্ত্রণ এলাকা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে আইআরজিসি

ইরানি টেলিভিশনকে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের নৌবাহিনীর রাজনৈতিক সহকারী মোহাম্মদ আকবরজাদেহ বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধের পর হরমুজ প্রণালিতে নিয়ন্ত্রণ এলাকার পরিধি বাড়ানো হয়েছে।" তিনি বলেন, "আগে এই এলাকার ব্যাপ্তি ২০ থেকে ৩০ মাইল ছিল। এখন তা বাড়িয়ে ২০০ থেকে

৩০০ মাইল, অর্থাৎ প্রায় ৫০০ কিলোমিটার করা হয়েছে।" তার মতে, জাসিক ও সিরির উপকূল থেকে তুনব-ই-বুজুর্গ দ্বীপের বাইরের এলাকা পর্যন্ত অঞ্চলকে এখন কৌশলগত অঞ্চল হিসেবে ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ, হরমুজ প্রণালি এখন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কার্যক্রমের অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ওই এলাকা অতিক্রমের চেষ্টা করছিল, যেটিকে সশস্ত্র বাহিনী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল।" মোহাম্মদ আকবরজাদেহর দাবি, "উসকানিমূলক আচরণের পর ইরানি নৌবাহিনী সতর্কতামূলক গুলি ছোড়ে। এরপর ওই জাহাজটি সঙ্গে সঙ্গে পথ পরিবর্তন করে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৫ নারগীস)

স্টারমারের পদত্যাগ চাওয়া লেবার এমপির সংখ্যা বেড়ে ৮৬

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমারের পদত্যাগ বা সরে যাওয়ার সময়সূচি ঘোষণার দাবি জানানো লেবার এমপির সংখ্যা বেড়ে এখন ৮৬ জনে পৌঁছেছে। সর্বশেষ এ আহ্বানে যোগ দিয়েছেন অ্যান্ড্রু কুপার। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "এখন প্রধানমন্ত্রীর উচিত, কবে তিনি সরে দাঁড়াবেন, সে বিষয়ে পরিষ্কার সময়সূচি দেওয়া।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৫ নারগীস)

রেডিও তেহরান

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাতিল নয়, পর্যালোচনা করবে সরকার

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি' বাতিল নয়, পর্যালোচনার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, চুক্তির দ্বিতীয় সুযোগ অনুযায়ী পর্যালোচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'নেগোসিয়েশনে' যেতে চান। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে আয়োজিত নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে 'যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি' নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা এ কথা বলেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি (অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোক্যাল ট্রেড-এআরটি) সই হয় গত ৯ ফেব্রুয়ারি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক তিনদিন আগে। এ নিয়ে এখন ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া চলছে। আজকের সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ চুক্তির বিষয়ে করা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেন, "এই চুক্তি যদি দেখেন, দেখবেন বাতিল করার অপশন (সুযোগ) আছে। এক নম্বর, ৬০ দিনের নোটিশ দিয়ে বাতিল করে দেওয়া যাবে। দুই নম্বর হচ্ছে, এই চুক্তির মধ্যে আরেকটি কন্ডিশন (শর্ত) আছে। দুই দেশ আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির বিভিন্ন শর্তে পরিবর্তন করতে পারে। আমি আমার জায়গা থেকে মনে করি যে, অন্তত পরে যে অপশনটা বললাম, পর্যালোচনা করা। আগে আমাদের সরকারি পর্যালোচনা করা।"
উপদেষ্টা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি এই ইস্যুতে (বিষয়ে) কথা বলেছি। আমরা সরকারের মধ্যেও এই চুক্তিটা নিয়ে কিছু পর্যালোচনা এবং চুক্তি, এটা খুবই শক্তিশালী চুক্তি এবং এটা বাতিল করে দেওয়ার ইমপ্যাক্ট (প্রভাব) কী হতে পারে, নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি, কোন প্রেক্ষাপটে এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু ওই যে বললাম, ওই সুযোগটা তো আমরা নিতে পারি যে, এই চুক্তি রি-কনসিডার (পুনর্বিবেচনা) করা কিছু কিছু জায়গায়। যে যে জায়গাগুলোকে আমরা বেশি সমস্যাজনক মনে করি, রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে মনে করছি, সেগুলো নিয়ে আমরা আগে আমাদের প্রাথমিক বিবেচনা করব। আমি আশা করি যে, আমরা সে রকম একটা নেগোসিয়েশনে (দর-কষাকষি) তাদের সঙ্গে যেতে চাই। বাতিল করাটা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফে যে সংকট আছে, সেটা আবার চলে আসার সম্ভাবনা আছে।" এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ ইয়াসীন।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১২.০৫.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধবিরতি 'লাইফ-সাপোর্টে' : ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সর্বশেষ পালটা প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি এটিকে "একেবারে অগ্রহণযোগ্য" এবং "নির্বোধের মতো" বলে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ্য, তেহরান সপ্তাহান্তে পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে এই প্রস্তাব ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছে। সোমবার ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, যুদ্ধবিরতি একটি সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে। এটি 'লাইফ সাপোর্টে' আছে এবং ভেঙে পড়তে পারে। তিনি বলেন, ইরানের প্রস্তাবটি একটি 'আবর্জনা' এবং তিনি তা পুরোপুরি পড়েননি। তবে ট্রাম্প এও বলেছেন যে, তিনি এখনও বিশ্বাস করেন, একটি কূটনৈতিক সমাধান "খুবই সম্ভব"। যদিও তিনি অবস্থান পরিবর্তনের জন্য ইরানকে দায়ী করেছেন এবং দেশটির নেতাদের "অত্যন্ত অসৎ লোক" বলে অভিহিত করেছেন। এদিকে, ইরানি কর্মকর্তারা তাদের দাবি মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র তার "একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি" এবং "অযৌক্তিক দাবি" অব্যাহত রাখায় তিনি দুঃখিত। ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সি রবিবার তেহরানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এই প্রস্তাবটি লেবাননসহ সংঘাতের অবসান, অবরোধ প্রত্যাহার এবং জব্দকৃত ইরানি সম্পদের মুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা

হয়েছে। রবিবার ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, তেহরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। সূত্রগুলো জানিয়েছে, "আগামী ৩০ দিনের মধ্যে" পারমাণবিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে। তারা আরও জানায় যে, ইরান তার উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের কিছু অংশ পাতলা করার এবং অবশিষ্ট অংশ তৃতীয় একটি দেশে স্থানান্তর করার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে, তাসনিম নিউজ এজেন্সি মার্কিন পত্রিকাটির এই প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করেছে এবং পারমাণবিক বিষয় নিয়ে উল্লেখ করা দাবিগুলোকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

শুভেন্দুকে জি এম কাদেরের শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গের নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় পার্টি (জাপা)-র চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের)। শুভেচ্ছা বার্তায় জি এম কাদের আশা করেন, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য, সংস্কৃতিসহ পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। গতকাল সোমবার ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারীকে এই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানো হয়। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানোর কথা জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি পাঠিয়েছেন জাপা চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি শৌর্য দীপ্ত সূর্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুভেচ্ছা বার্তায় জি এম কাদের বলেছেন, শুভেন্দু অধিকারীর ঐতিহাসিক নির্বাচনি বিজয় ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই সাফল্য শুধু বিজেপির জন্য নয়, পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ স্থলসীমান্ত থাকার কথা উল্লেখ করে জি এম কাদের বলেন, দুই বাংলার মানুষের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও মানবিক সম্পর্ক বিদ্যমান। জাপা চেয়ারম্যানের আশা, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। শুভেচ্ছা বার্তায় জাপা চেয়ারম্যান বলেন, তার দল সব সময় সীমান্তের উভয় পাশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিশ্বাস করে। তিনি মনে করেন, শুভেন্দু অধিকারীর জনমুখী নেতৃত্ব দুই বাংলার মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

আমাদের সামর্থ্য সীমাহীন না হলেও নতুন কিছু করা সম্ভব : প্রধানমন্ত্রী

উচ্চশিক্ষাকে সময়োপযোগী, প্রযুক্তিনির্ভর ও দক্ষতাভিত্তিক করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, শুধু পুথিগত শিক্ষাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা এবং উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগ না দিলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমাদের টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়বে। আমাদের সামর্থ্য সীমাহীন না হলেও সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে অবশ্যই আমাদের পক্ষেও নতুন কিছু করা সম্ভব। মঙ্গলবার (১২ মে) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন অডিটোরিয়ামে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন 'বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা রূপান্তর : টেকসই উৎকর্ষতার রোডম্যাপ' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব আলোচনায় শিক্ষা ও গবেষণায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৈশ্বিক মান বজায় রাখতে পারছে কি না- এমন একটি প্রশ্ন অনেকের আলোচনায় ফুটে উঠেছে। দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানের উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান এখনো প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি। মুখস্থ বিদ্যা এবং সার্টিফিকেটনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, র‍্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত গবেষণা, প্রকাশনা, সাইটেশন এবং উদ্ভাবন এই বিষয়গুলোকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কোথায়- এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের শিক্ষাবিদরা নিশ্চয়ই আরও চিন্তাভাবনা করবেন। গবেষণা ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু পুথিগত শিক্ষাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা এবং উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগ না দিলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমাদের টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়বে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জেতায় টাইগারদের অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ জেতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি এ কথা জানান। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে ১০৪ রানের জয় পায় টাইগাররা। এর আগে, পাকিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ দুটি টেস্ট তাদের দেশেই জিতেছিল বাংলাদেশ, এবার জয় দেশের মাটিতে। দলটির বিপক্ষে টানা তৃতীয় টেস্ট জয় টাইগারদের। মিরপুর টেস্টে ২৬৮ রানের টার্গেট দিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু পাকিস্তান গুটিয়ে যায় ১৬৩ রানে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

ঢাবি ক্যাম্পাসে পায়ে হেঁটে নজির সৃষ্টি করলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন থেকে পায়ে হেঁটেই অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কোনো প্রধানমন্ত্রীর ক্যাম্পাসে নির্বিঘ্নে এভাবে হেঁটে আসার নজিরও এই প্রথম। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টার কিছু আগে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন থেকে বের হয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী। তিনি আরও বলেন, আমিও ছিলাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে তো বটেই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো সরকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্বিঘ্নে হেঁটে অনুষ্ঠানে এসেছেন। এটা বিরল ঘটনা। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আরও বলেন, অতীতে আমরা দেখেছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো সরকার প্রধান আসলে, কোনো প্রধানমন্ত্রী আসলে- প্রতিবাদ হয়েছে, পক্ষে-বিপক্ষে স্লোগান হয়েছে, সংঘর্ষের ঘটনারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। আজকে দেখবেন, সেই রকম কোনো দৃশ্য নেই। হাজারো শিক্ষার্থী প্রধানমন্ত্রীকে দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে। স্লোগানও হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছে, কেউ কেউ দূর থেকে প্রধানমন্ত্রীকে হাত নেড়ে স্বাগত জানাতে দেখা গেছে। সকাল ১০টায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা রূপান্তর : টেকসই উৎকর্ষতার রোডম্যাপ' শিরোনামে দিনব্যাপী এই কর্মশালার উ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। সেখানে অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি বের হন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সিনেট ভবনের সামনে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িও প্রস্তুত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হেঁটে যাওয়ার কথা বলেই হাঁটতে শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীরাও হয়ে ওঠেন তৎপর। শিক্ষার্থীরা এভাবে প্রধানমন্ত্রীকে হেঁটে যেতে দেখে করতালি দেয়, অনেকে স্লোগানও দেয়। কলাভবনের কাছেই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভবন। সেই ভবনে অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তন। এখানে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মুখোমুখি হন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

বাইক ও ব্যাটারি অটোরিকশা চালালেও দিতে হবে কর

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে নতুন করে করের আওতায় আনার পরিকল্পনা করছে সরকার। মোটরসাইকেলে সিসিভেদে বছরে দুই হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা এবং এলাকাভেদে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম আয়কর আরোপের প্রস্তাব থাকছে। একইসঙ্গে, ভ্যাট ব্যবস্থায় সহজীকরণ, নতুন নিবন্ধিত ব্যবসার জন্য প্যাকেজ সুবিধা, কিছু খাতে ভ্যাট অব্যাহতি এবং কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাট বাড়ানোর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চলাচলকারী ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকেও করের আওতায় আনতে চায় সরকার। প্রস্তাব অনুযায়ী, সিটি করপোরেশন এলাকায় চলাচলকারী অটোরিকশার জন্য বছরে পাঁচ হাজার টাকা, পৌরসভা এলাকায় দুই হাজার টাকা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এক হাজার টাকা কর নির্ধারণ করা হতে পারে। তবে এই খাতের বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিবন্ধন ব্যবস্থা না থাকা। কয়েকটি অটোরিকশা সংগঠনের হিসাবে কেবল রাজধানীতে ১০ থেকে ১৪ লাখ অটোরিকশা চলাচল করছে। আর সারা দেশে বর্তমানে ৫০ থেকে ৭০ লাখ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা রয়েছে। এসব যানকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে সরকার গত বছর 'বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫'-এর খসড়া তৈরি করে। সেখানে নিবন্ধন সনদ, ফিটনেস সনদ ও ট্যাক্স টোকেন বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাতিল নয়, পর্যালোচনা হবে

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্য চুক্তি বাতিল নয়, সরকার পর্যালোচনা করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। মঙ্গলবার (৫ মে) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা এ কথা জানান। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, "চুক্তি যদি দেখি, তাহলে দেখবো, এটা বাতিল করার অপশন আছে। মানে ৬০ দিনের নোটিশ দিয়ে বাতিল করে দেওয়া যাবে। এটা হলো এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে, এই চুক্তির মধ্যে আরেকটা কন্ডিশন আছে- দুই দেশ আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির বিভিন্ন শর্তে পরিবর্তন করতে পারে। তো আমি আমার জায়গা থেকে মনে করি যে, অন্তত আমরা পরে যে অপশনটা বললাম, যে চুক্তিটা পর্যালোচনা করা- আগে সরকারি পর্যায়ে এটার পর্যালোচনা করা।" তিনি বলেন, আমি দেখলাম, পত্রিকায় কলাম লেখা হচ্ছে যে, এখানে (চুক্তি) কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, ভিডিও তৈরি হচ্ছে- এগুলো কন্টিনিউ করুক। ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি এই ইস্যুতে কথা বলেছি। সরকারের মধ্যেও এই চুক্তিটা নিয়ে কিছু পর্যালোচনা, এটা বাতিল করে দেওয়ার ইমপ্যাক্ট (প্রভাব) কী হতে পারে, নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি বা কোন প্রেক্ষাপটে এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু ওই যে বললাম, ওই সুযোগটা তো আমরা নিতে পারি যে, এই চুক্তি রি-কনসিডার (পুনর্বিবেচনা) করা কিছু কিছু জায়গায়, যে যে জায়গাগুলোকে আমরা বেশি

সমস্যাজনক মনে করি, রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর মনে করি, হতে পারে মনে করছি, সেগুলো নিয়ে আমরা আগে আমাদের প্রাথমিক বিবেচনা করবো। আমরা আশা করি যে, আমরা ওরকম একটা নেগোসিয়েশনে তাদের সঙ্গে যেতে চাই। বাতিল করাটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফে যে সংকট আছে, সেটা আবার চলে আসার সম্ভাবনা আছে।" চুক্তি নিয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা বলেন, চুক্তির ব্যাপারে একটু বলি। মানে আমরা অনেকে চুক্তি কমনলি বলে ফেলি, চুক্তির অনেকগুলো টাইপ আছে। তাই না? কতগুলো আছে অ্যাগ্রিমেন্ট, কতগুলো আছে মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (সমঝোতা স্মারক)। সো বিভিন্ন ক্যাটাগরি। আমরা যেগুলো অ্যাগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে, সেগুলো থেকেও যে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না, তা নয়। কিন্তু এগুলোর কতগুলো লিগ্যাল বাইন্ডিং আছে, যখন চুক্তিগুলো হয়ে যায় এবং অনেকের ক্ষেত্রেই লিগ্যাল বাইন্ডিং (আইনগত বাধ্যবাধকতা) এতটাই টাফ থাকে যে, বেরিয়ে যাওয়াটা অনেক সময় থাকার চাইতে বেশি ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। এর বাইরে যা যা আছে, ইনফ্যাক্ট একটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার অনেকগুলো ব্যাপার মাথায় রেখেই চিন্তা করবে। আরেকটা কথা, একটু আমি জাস্ট ইনফরমেশনের জন্য বলি, কোনো কোনো চুক্তির কিছু অংশ গোপন রাখার শর্তও থাকে। জনগণের অধিকার আছে এবং এমনকি সংসদে ওঠানোরও কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন আছে। কিছু কিছু চুক্তির মধ্যে ওটা থাকতে পারে, বলেন ডা. জাহেদ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

লেবাননে ২ প্রবাসী নিহত; ইসরায়েলের হামলাকে 'জঘন্য' বললো বাংলাদেশ

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় দুই বাংলাদেশি নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ সরকার এ ঘটনাকে 'জঘন্য হামলা' হিসেবে উল্লেখ করে নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে। মঙ্গলবার (১২ মে) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লেবাননে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে এবং নিহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সহিংসতা ও বেসামরিক মানুষের প্রাণহানিতে বাংলাদেশ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এ পরিস্থিতিতে সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে সরকার। এর আগে, সোমবার (১১ মে) দুপুরে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের নাবাতিয়েহ জেলার জিবদিন এলাকায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় ওই দুই বাংলাদেশি প্রবাসী নিহত হন। নিহতরা হলেন- সাতক্ষীরা সদর উপজেলার শফিকুল ইসলাম ও আশাশুনি উপজেলার মো. নাহিদুল ইসলাম নাহিদ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

২৬ কোটি টাকার সড়ক নির্মাণে বালুর সঙ্গে মাটি, আরও আছে নিম্নমানের খোয়া

চুয়াডাঙ্গার লোকনাথপুর থেকে জীবন নগর পর্যন্ত আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও সংস্কার কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চলমান ১৬ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে বালুর বদলে মাটি মিশ্রণ, নিম্নমানের ও পুরাতন ইটের খোয়া ব্যবহার এবং উপকরণে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন স্থানে সড়ক দেবে যাওয়া ও ফাটল দেখা দেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। যদিও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও সড়ক বিভাগ বলছে, কাজ এখনো চলমান রয়েছে এবং ত্রুটিগুলো ঠিক করে দেওয়া হবে। চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে লোকনাথপুর থেকে জীবননগর আঞ্চলিক মহাসড়কের সংস্কার ও প্রশস্তকরণ কাজের অনুমোদন পায় যশোরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মঈনুদ্দিন বাসি লিমিটেড। ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সড়কের কাজের ব্যয় ধরা হয় ২৫ কোটি ৯৬ লাখ ৪৫ হাজার ১৩৭ টাকা। আগে ১৮ ফুট প্রশস্ত সড়কটি ২৪ ফুটে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী, গত মার্চ মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে এখনো কাজ চলমান রয়েছে। তবে এ প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে প্রায় ৯০ ভাগ কাজ শেষের দিকে দেখা যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুরু থেকেই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি গত কয়েকদিন আগে জীবন নগরের পেয়ারাতলা এলাকায় অনিয়মের প্রতিবাদে স্থানীয়রা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ করেন। তাদের দাবি, বালুর সঙ্গে মাটি মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে এবং পুরাতন ইটের খোয়া দিয়ে সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণের পরই বিভিন্ন স্থানে সড়ক ফেটে গেছে এবং কোথাও কোথাও দেবে গেছে। এছাড়া সড়কের দুই পাশ অস্বাভাবিক নিচু হওয়ায় দুর্ঘটনার ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

ইউরোপে পাঠানোর প্রলোভনে সাড়ে ৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ, গ্রেফতার ২

অস্ট্রেলিয়া, ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চ বেতনে লোক পাঠানোর নামে প্রতারণা করে সাড়ে তিন কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৪। তারা হলেন- নুসরাত জাহান (২৮) ও মো. সোহান (২৪)। সোমবার রাতে রাজধানীর মিরপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার (১২ মে) র‍্যাব-৪ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি এসব তথ্য জানান। তিনি জানান, গ্রেফতার ব্যক্তিরা পল্লবী থানাধীন এলাকায় 'বিএফসি গ্লোবাল কনসালটেন্সি' নামক অফিস খুলে ফেসবুক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আকর্ষণীয় বেতনে অস্ট্রেলিয়া, ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাজের সুযোগের প্রচারণা চালায়। সে সুবাদে ভুক্তভোগীরা গত ৬ মাস আগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অফিসে গিয়ে তাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাওয়া

ব্যাপারে কথাবার্তা বলে। এসময় তাদের জানানো হয়, অস্ট্রেলিয়া যেতে জনপ্রতি ৯ লাখ, কুয়েত যেতে ৬ লাখ এবং ইতালি যেতে ২০ লাখ টাকা এবং সার্ভিয়াতে যেতে জনপ্রতি ৮ লাখ টাকা দিতে হবে। এমতাবস্থায়, অভিযুক্তদের সঙ্গে চুক্তির পর ভুক্তভোগীরা কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সর্বমোট সাড়ে ৩ কোটি টাকা দেয় এবং তিন মাসের মধ্যে বিদেশে পাঠানোর চুক্তি করে। টাকা দেওয়ার ১ মাস পর ভুক্তভোগীদের ভুয়া অস্ট্রেলিয়ান ভিসা দেয় গ্রেফতাররা। এছাড়া ফ্লাইটের তারিখ নির্ধারণ করে ভুক্তভোগীদের কাছে বুকিং করা এয়ার টিকিট প্রদান করে এবং ফ্লাইটের তারিখ আসার একদিন আগে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে টিকিট বাতিল হয়েছে বলে প্রতারণা করে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি আরও জানান, ঘটনাটি ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারিত হয়। এ সংক্রান্তে পল্লবী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার পরপরই র‍্যাব-৪ এর একটি দল জড়িত আসামিদের আইনের আওতায় আনতে ছায়া তদন্ত শুরু করে। পরবর্তীতে তথ্য-প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দুজনের অবস্থান শনাক্তের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করা হয়েছে বলেও জানান র‍্যাবের এই কর্মকর্তা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ‘হেলথ কার্ড’ চাইলো পুলিশ

পুলিশ সদস্যদের জন্য মেডিকেল সার্ভিস বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে ‘হেলথ কার্ড’ চেয়েছেন পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত ডিআইজি (ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট) আহম্মদ মুঈদ। তিনি বলেন, পুলিশ সদস্যদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাইভেট হাসপাতাল ও বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু পুলিশের যারা অল্প বেতনে চাকরি করেন, তাদের পক্ষে খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। সোমবার (১১ মে) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত ডিআইজি আহম্মদ মুঈদ বলেন, প্রায় দুই লাখ পুলিশ সদস্য ও পরিবারের ১০ লাখ সদস্য রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল ও বিভাগীয় শহরে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে দুই থেকে তিন হাজার রোগী সেবা নেন। রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালটি ৫০০ শয্যা হলেও অর্ধেক সাপোর্ট দেওয়া লাগে জনবলের অভাবে। পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন এবং ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা প্রায়ই আহত হন। তাদের দ্রুত রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে আনার জন্য যে সাপোর্ট, তার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া হাসপাতালে দক্ষ চিকিৎসক ও যন্ত্রপাতির ঘাটতি থাকার কারণে চিকিৎসা সেবা বিঘ্নিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাইভেট হাসপাতাল ও বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে। তিনি বলেন, আমরা চাই, পুলিশের সদস্যদের জন্য ‘হেলথ কার্ড’ চালু হোক। এই কার্ডের মধ্যদিয়ে প্রতিটি পুলিশ সদস্য যেন মেডিকেল সাপোর্ট পান। আইজিপি এটা উদ্যোগ নিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

সৌদি পৌঁছেছেন ৫২,৩৩৪ জন হজযাত্রী, মারা গেছেন আরও একজন

এখন পর্যন্ত ১৩৪টি হজ ফ্লাইটে সৌদি আরবে পৌঁছেছেন ৫২ হাজার ৩৩৪ জন বাংলাদেশি হজযাত্রী। অন্যদিকে সৌদি আরবে আরও একজন বাংলাদেশি হজযাত্রী মারা গেছেন। এ নিয়ে মোট ১৩ বাংলাদেশি হজযাত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। মঙ্গলবার (১২ মে) ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ পোর্টালে আইটি হেল্প ডেস্কের প্রতিদিনের বুলেটিন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এখন পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ৬৩টি, সৌদি এয়ারলাইন্সের ৪৯টি ও ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স পরিচালিত ফ্লাইট সংখ্যা ২২টি। মারা যাওয়া হজযাত্রীদের মধ্যে ১০ জন পুরুষ, ৩ জন নারী। এর মধ্যে মক্কায় ১১ জন ও মদিনায় ২ জন মারা গেছেন। সর্বশেষ সোমবার (১১ মে) সাভারের নুসরাত শারমীন (৬২) মক্কায় মারা গেছেন। তিনি বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

আরও দুই মামলায় বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন, মুক্তিতে বাধা নেই

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে সংঘটিত দুটি হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক। সব মামলায় জামিন হওয়ার ফলে, আপাতত খায়রুল হকের কারামুক্তিতে আইনি বাধা নেই। এ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (১২ মে) হাইকোর্টের বিচারপতি কে এম জাহিদ সরওয়ার কাজল এবং বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মুনসুরুল হক চৌধুরী ও মোতাহার হোসেন সাজু। মোতাহার হোসেন সাজু সাংবাদিকদের জানান, সব মামলায় জামিন হওয়ায় আপাতত খায়রুল হকের কারামুক্তিতে আইনি বাধা নেই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

আওয়ামী লীগের সময়ে ৩২৯৯ গুম-খুনের বিচার চেয়ে ফের ট্রাইব্যুনালে বিএনপি

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সংঘটিত গুম, ক্রসফায়ার ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ৩ হাজার ২৯৯ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিনটি পৃথক আবেদন করেছে বিএনপি। এসব হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার চেয়ে

২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ট্রাইব্যুনালে প্রথম অভিযোগ করেছিল দলটি। সোমবার (১১ মে) চিফ প্রসিকিউটরের কাছে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. সালাহ উদ্দিন খান নতুন এই আবেদনগুলো জমা দেন। তিনি দলটির মামলা, গুম, খুন ও তথ্য সংরক্ষক সমন্বয়কের দায়িত্বও পালন করছেন। আবেদনের পাশাপাশি ঘটনার প্রয়োজনীয় নথিপত্রও পুনরায় দাখিল করেছেন বিএনপির পক্ষে। সেখানে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলামের কাছে এসব বিষয়ে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় তৎকালীন চিফ প্রসিকিউটর বরাবর এসব অভিযোগ করা হয়েছিল। যদিও একবার অভিযোগ জমা হলে আবার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তার পরও যিনি অভিযোগ দাখিল করেছেন তিনি বলেছেন, আপনি নতুন চিফ প্রসিকিউটরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে আবারও অভিযোগ জমা দিয়েছি। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, আমরা অভিযোগ পেয়েছি। যাচাই-বাছাই করে এ সংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। যদিও এ সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তদন্ত সংস্থায় তদন্ত চলমান রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

ঈদের আগে পোশাক শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের নির্দেশ

আসন্ন ঈদের ছুটির আগেই পোশাক শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। মঙ্গলবার (১২ মে) সচিবালয়ে ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও কোরবানির পশুরহাটের নিরাপত্তাসহ সার্বিক প্রস্তুতি বিষয়ে সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সড়ক ও নৌপথে দুর্ঘটনা রোধে ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল বন্ধ এবং মহাসড়কের গর্তগুলো দ্রুত সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে। ফেরি ও লঞ্চে যাত্রী ও পশু পরিবহণে হেনস্তা বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, ঈদুল আজহার প্রাক্কালে এবং পরবর্তী সময়ে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে একটি বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। এই সেল ঈদের আগের ৭ দিন এবং পরের ৭ দিন সার্বক্ষণিক কার্যকর থাকবে। এছাড়া র‍্যাব, পুলিশ, আনসার, বিজিবি, কোস্টগার্ডসহ সব গোয়েন্দা সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে জনসাধারণের জন্য পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস (১০২) ও বিআইডব্লিউটিএ (১৬১১৩)-সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর হটলাইন নম্বরগুলো চালু থাকবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

ঈদে নারীদের জন্য প্রতিটি ট্রেনে আলাদা কামরার ব্যবস্থা করার নির্দেশ

নিরাপদে রেল ভ্রমণের জন্য ঈদে নারীদের জন্য প্রতিটি ট্রেনে আলাদা কামরা বরাদ্দের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার (১২ মে) এ সংক্রান্ত রুলের শুনানিতে হাইকোর্ট এই আদেশ দেন। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী আজমল হোসেন খোকন। এর আগে, হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আজমল হোসেন খোকন। রিট সম্পর্কে তিনি বলেন, "বাংলাদেশ রেলওয়ের আইন অনুযায়ী, নারীদের জন্য আলাদা কামরা বরাদ্দ দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। তারপরও তাদের জন্য আলাদা কোনো কামরা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। আমি শুধু রেলের সেই নিয়মটি বাস্তবায়ন চাই। কারণ ট্রেনে ভ্রমণ অত্যন্ত আরামদায়ক। কিন্তু কোনো নারী যদি একা ট্রেনে যাতায়াত করতে চান, তাহলে প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে রেলে ওঠা যেমন কষ্টকর, তেমনি শতশত পুরুষের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেনের কামরার ভেতরে আসন পর্যন্ত গিয়ে সিটে বসাটাও কঠিন হয়ে যায়।" আইনজীবী আজমল বলেন, "রাতে কোনো নারী একা ট্রেনে ভ্রমণ করতে চাইলে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। তাই নারীদের জন্য আলাদা কামরা বরাদ্দ দিলে দিনে কিংবা রাতে নারীরা তাদের কামরায় নির্দ্বিধায় উঠে আসনে বসতে পারবেন। এতে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকিও কমবে। এছাড়া, ট্রেনে ভ্রমণের সময় যদি নামাজের সময় হয়, তখন তারা নিয়মিত সেখানে নামাজও আদায় করতে পারবেন।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

মাসের ব্যবধানে বেড়েছে ৫০ টাকা, ডিমের ডজন দেড়শ ছাড়ালো

রাজধানীর পাড়া-মহল্লার দোকানে এখন প্রতি ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায়। এক মাস আগেও ফার্মের মুরগির ডিমের ডজন ছিল ১০৫ থেকে ১১০ টাকা। সে হিসাবে মাসের ব্যবধানে ডজনে দাম বেড়েছে প্রায় ৫০ টাকা। গত তিন সপ্তাহ ডিমের বাজার উর্ধ্বমুখী। মূলত, গত মাসের মাঝামাঝি বাড়তে শুরু করে ডিমের দাম। এরপর থেকে ধারাবাহিক বেড়েই চলছে। গত সপ্তাহে প্রতি ডজন ডিমের দাম ছিল ১৪০ টাকা। আজ সেটা আরও ১০ থেকে ১৫ টাকা বেড়ে দেড়শ পার করেছে। বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, রাজধানীর বড়ো বাজারগুলোতে ফার্মের মুরগির বাদামি রঙের প্রতি ডজন ডিম ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে পাড়া-মহল্লার দোকানে বিক্রি হচ্ছে ১৫৫ টাকা দরে। সাদা রঙের ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৪০ থেকে ১৪৫ টাকায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাম ও হামের উপসর্গে আরও ৯ জনের মৃত্যু

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ৯ জন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে তিনজন হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বাকি ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে। মঙ্গলবার (১২ মে) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত হামে ৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫৬ জন। ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ২৪ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৫১ হাজার ৫৬৭ জন। এখন পর্যন্ত হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৬ হাজার ৮৮১ জন এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৩২ হাজার ৮৭৭ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

কমপ্লিট শাটডাউনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাস-পরীক্ষা নেননি শিক্ষকরা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতির দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে চলছে কমপ্লিট শাটডাউন। এমনকি শিক্ষকরা প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে আন্দোলন বেগবান করছেন। মঙ্গলবার (১২ মে) দ্বিতীয় দিনের মতো শিক্ষকেরা ক্যাম্পাসের জিরো পয়েন্টে জড়ো হয়ে অবস্থান নেন। এর আগে, সোমবার (১১ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস কক্ষে তালা দেন। এর আগে, তাদেরকে অফিস কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। সকাল থেকে দাবি আদায়ে আন্দোলনরত শিক্ষকরা প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় অবস্থান নেন। পরে তারা বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে কার্যক্রম বন্ধ রাখার অনুরোধ জানান। কর্মরতদের তাদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান করেন। এছাড়া, শিক্ষকদের একটি টিম প্রতিটি কক্ষে গিয়ে তালা দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

মাদকের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের কোনো ছাড় নয় : আইজিপি

পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে তাকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। মঙ্গলবার (১২ মে) রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আয়োজিত এক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। আইজিপি বলেন, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের পুলিশ বাহিনীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাদের সময়ের বিভিন্ন উদ্যোগের কারণেই আজকের সংগঠিত পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠেছে। আলী হোসেন ফকির বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছরে পুলিশকে 'পেটোয়া বাহিনী' হিসেবে ব্যবহার করায় বাহিনীটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তবে বর্তমানে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ আবারও জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বাহিনীতে শৃঙ্খলাও ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। তিনি বলেন, আমি এই পর্যায়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, দেশপ্রেমিক সেইসব পুলিশ সদস্যদের, যারা মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ করে তুলেছিলেন। এছাড়া, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সেই বিপ্লব পুলিশ সদস্যদের, যারা মানুষের কল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাওরে পানি কমায় ভেসে ওঠা ধান কেটে নিয়ে গেল চোর চক্র

সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে কৃষকদের ধান চুরির অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুরে উপজেলার বরাম হাওর থেকে ভাঙাডহর ও ডাইয়ারগাঁও গ্রামের কৃষকদের জমির ধান দিনদুপুরে কেটে নিয়ে যায় চোর চক্র। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তাৎক্ষণিক ধান ভর্তি নৌকা নিয়ে পালিয়ে যায় চক্রটির সদস্যরা। জানা যায়, হাওরের পানি কমতে শুরু হওয়ায় ভেসে উঠছে কৃষকদের ধান। এসময় নোয়াগাঁও-সন্তোষপুর, বাউসী ও চন্দ্রপুর এলাকার কিছু লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে নৌকায় হাওরে প্রবেশ করে পানির নিচের পাকা ধান কেটে নিয়ে যেতে শুরু করে। পরে সেখানে থাকা কৃষকরা দিরাই থানায় খবর দিলে পুলিশ দেখে ইঞ্জিনচালিত ধানভর্তি নৌকা নিয়ে পালিয়ে চোর চক্রটি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

চাঁদাবাজির খতিয়ান দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিরোধীদলীয় নেতার কাছে যদি চাঁদাবাজি বেড়েছে, সেই খতিয়ান থাকে, আমার কাছে দিলে বা আপনারা দিলে, সেই জায়গাটা অ্যাড্রেস করতে পারবো। কোথায় চাঁদাবাজি বৃদ্ধি পেল, সেই তালিকা পেলে ব্যবস্থা নেবো। ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (১২ মে) সচিবালয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, কোরবানির পশুরহাটের নিরাপত্তা ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে অনুষ্ঠিত সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান সম্প্রতি দাবি করেন, চাঁদাবাজির কারণে বাজারে পণ্যের দাম বেড়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "চাঁদাবাজি কোথায় বেড়েছে, সেই তথ্য পেলে আমরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারব।" গত ৩০ এপ্রিল থেকে দেশ জুড়ে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী, মাদক কারবারি ও জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলছে। বিশেষ করে, মাদক

ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারে জোর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর, ডিএমপি ও জেলা পুলিশ সুপারদের নিয়মিতভাবে অভিযানের অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

হামের টিকা না দেওয়া শতশত শিশুমৃত্যুর ঘটনা তদন্তে শিগ্গির কমিটি

দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে হামের টিকা না দেওয়া শতশত শিশু মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে শিগ্গির কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। মঙ্গলবার (১২ মে) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। এই উপদেষ্টা বলেন, "ডিজাস্টার হলো টিকা দিয়ে, এটা নিয়ে একটা তদন্ত কমিটির ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। খুবই ক্রেডিবল একটা তদন্ত এটার হবে এবং সেটার প্রসেস চলছে। যেখানে শুধু বাংলাদেশ না, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাকে ইনভলভ করে কাজ করানো চিন্তাভাবনা আছে। আমি নিজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি।" হামের টিকা নিয়ে যে তদন্ত করার কথা, সেটা হলো যে- এটা, এই সময়টা কবে থেকে কবে, কত সাল থেকে কত সালের ভেতরে এই টিকার সময়টা আসবে তদন্তের জন্য? কারা কারা থাকবে এই কমিটিতে এবং কী কী দেখবে এই কমিটি? এমন প্রশ্নের জবাবে ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, "তদন্তের প্রধান উদ্দেশ্য কী হবে? সেটা হচ্ছে, আমরা একটা প্রিভেন্টেবল ডিজিজে শিশুমৃত্যু ঘটলো। একটা মৃত্যু... আমি আগেও একদিন বলেছি, সিন্স আই অ্যাম আ ডক্টর, একটা হামের মৃত্যু আসলে গ্রহণযোগ্য না, কারণ এটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি এবং আমরা ওই জায়গায় চলে গিয়েছিলাম। সেখানে এই সংখ্যাটা এখন ৪০০-এর মতো। তদন্ত কমিটি আসলে দেখবে, কী কারণে এটা ল্যাক করলো এবং এই টিকা যে দেওয়া হলো না, এটা ব্যাক ক্যালকুলেশন করলে আপনি পাবেন, কবে থেকে এই অবহেলা শুরু হলো, যেন আমাদের ওই ৯৫ পার্সেন্টের একটা কভারেজ প্রয়োজন হয় হার্ড ইমিউনিটির জন্য, সেটার সমস্যা হলো। আওয়ামী লীগের সময় থেকে যদি সেটা হয়, ইন্টেরিমের সময় তো কিছু তথ্য আমাদের সামনে আসলে আছে।" তিনি বলেন, "আমরা ইউনিসেফের প্রতিনিধিকে পাবলিকলি ইন্টারভিউ দিয়ে বলতে শুনেছি যে, তারা সরকারকে কিন্তু অ্যালার্ম দিয়েছিলেন যে, তারা যেভাবে প্রকিউর করতে চাচ্ছেন, এটা সংকট তৈরি করতে পারছে। এগুলো তাদের জায়গায়। কিন্তু তাদের কথাই যে শতভাগ সঠিক, তা না। তদন্ত কমিটি সবই যাচাই-বাছাই করে দেখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের এভাবে আলাপ হয়েছে যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান যারা টিকা বা এসব নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে, তাদের সমন্বয় করে হবে কমিটি। কমিটিটা যখন তৈরি হবে, কারা কারা সদস্য, আমরা নিশ্চয়ই জনগণকে সেটা জানাবো এবং আমরা আশা করি, সেটার কাজ খুব দ্রুতই শুরু হবে।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

শীর্ষ সন্ত্রাসী টিটনের খুনিদের 'ছকের ভেতর' আনা হয়েছে : ডিবি প্রধান

রাজধানীর নিউমার্কেটে শীর্ষ সন্ত্রাসী খন্দকার নাঈম আহমেদ টিটনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িত খুনিদের 'ছকের ভেতর' আনা হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম। মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। ডিবি প্রধান শফিকুল ইসলাম বলেন, "টিটন হত্যা মামলা তদন্তাধীন। তদন্তের স্বার্থে আসামিদের অবস্থান প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। আমরা চেষ্টা করছি।" অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "খুনিদের মোটরসাইকেল রায়েরবাজার পর্যন্ত গেছে, এটা শনাক্ত করা গেছে। রায়েরবাজার পর্যন্ত যেহেতু শনাক্ত করা গেছে, আপনারা (সাংবাদিক) ধরে নেন, আমরা মোটামুটি একটা ছকের ভেতর নিয়ে আসছি। আমরা একটি নির্দিষ্ট টার্গেট নিয়ে এগোচ্ছি।" গত ২৮ এপ্রিল রাত পৌনে ৮টার দিকে নিউমার্কেটের পশ্চিম পাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহনেওয়াজ ছাত্রাবাসের সামনের বটতলায় টিটনকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ রিহাব)

মায়ের কোলেই চিরনিদ্রায় গেলেন আতাউর রহমান

শহিদ মিনারে রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বনানী কবরস্থানে আতাউর রহমানকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে। সেখানে মায়ের কবরেই তাকে সমাহিত করা হলো। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আবারও যেন মায়ের কোলেই ফিরে গেলেন তিনি। এর আগে, রাজধানীর মগবাজারে ইস্পাহানি সেঞ্চুরি আর্কেডে তার নিজ বাসভবনের সামনে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন ছোটো ভাই আবু নোমান মামুদুর। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, জাহিদ হাসান, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু ও গাজী রাকায়েতসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকেই। জানাজা শেষে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অভিনেতা-নির্দেশক আতাউর রহমানের মরদেহ নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। স্বাধীনতা ও একুশে পদক পাওয়া আতাউর রহমান মারা যান সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে। তিনি রাজধানীর ধানমন্ডিতে পপুলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বেশ কয়েকটি মাধ্যমে কাজ করেছেন এই নাট্য ব্যক্তিত্ব। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি মঞ্চ নির্দেশনা করেছেন। লেখক হিসেবেও তার পরিচিতি রয়েছে।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

রাশিয়ায় ড্রোন হামলায় ফুলবাড়িয়ার যুবক নিহত

রাশিয়ায় ড্রোন হামলায় ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার আবদুর রহিম (৩০) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। ভাড়াটে যোদ্ধা হিসেবে তিনি রাশিয়ায় ছিলেন। তার মৃত্যুর খবরে পরিবার ও এলাকায় শোকের মাতম চলছে। নিহত আবদুর রহিম ফুলবাড়িয়া উপজেলার পুটিজানা ইউনিয়নের নামাপাড়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সংসারে সচ্ছলতা ফেরানোর আশায় গত অক্টোবরে রাশিয়া যান রহিম। প্রথমদিকে পরিবারের সদস্যরা ধারণা করেছিলেন, তিনি সেখানে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। পরে জানতে পারেন, চলতি বছরের ৭ এপ্রিল তিনি রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। বিষয়টি পরিবারের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন বলেও দাবি স্বজনদের। স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২ মে রাশিয়া-নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেন সীমান্ত এলাকায় ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলায় রহিম নিহত হন। সোমবার (১১ মে) সন্ধ্যা ৭টায় রহিমের বন্ধু লিমন দত্ত ফেসবুক মেসেঞ্জারে পরিবারকে রহিমের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। লিমন নিজেও একই ক্যাম্পে রুশ সেনাসদস্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতের বাবা আজিজুল হক বলেন, রহিম এপ্রিলে রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে এক মাস প্রশিক্ষণ নেয়। সে বিষয়টি গোপন রেখেছিল। জানলে কখনোই সেখানে যেতে দিতাম না। ছেলের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান তিনি।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

ভারতে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরলো দুই নারী

ভারতে কারাভোগ শেষে দুই নারী বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে দেশে ফিরেছেন। মঙ্গলবার (১২ মে) সন্ধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার হরিদাসপুর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে তাদের বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ফেরত আসা দুই নারী হলেন- বাগেরহাটের মৃত আলী হোসাইন খানের মেয়ে হ্যাপি খান ওরফে আশা খানম (৪৩) এবং একই এলাকার কাঞ্চন হাওলাদারের মেয়ে মারিয়া হাওলাদার ওরফে মারিয়া খান (২৬)। ইমিগ্রেশন সূত্র জানায়, ভালো কাজের প্রলোভনে দালালের মাধ্যমে চোরাই পথে ভারতে গিয়ে নয়াদিল্লীতে বাসা বাড়িতে কাজ করতেন। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে দালালের মাধ্যমে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত পথে ভারতে যান। ২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর দিল্লি পুলিশ তাদের আটক করে। পরে আদালত তাদের পাঁচ মাসের সাজা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ জেলার দমদম কারাগারে পাঠায়। সেখানে কারাবাসের পর ভারতের একটি মানবাধিকার সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের একটি হোমে রাখা হয়।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

বিদেশিদের গোলামি না করে দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে : চরমোনাই পীর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, বিদেশিদের গোলামি না করে দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। মঙ্গলবার (১২ মে) বিকেলে লক্ষ্মীপুরে প্রতিনিধি সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন। শহরের দক্ষিণ তেমুহনী এলাকায় লক্ষ্মীপুর সৈয়দ ফজলুল করীম ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা কমিটির ব্যানারে এ আয়োজন করা হয়। ইসলামী আন্দোলন জেলা শাখার প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। চরমোনাই পীর মুফতি রেজাউল করিম বলেন, দেশের সম্পদকে বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া ভালো লক্ষণ না। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার নাম দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তির কারণে বাংলাদেশ রাজস্ব হারাবে, বেশি দরে পণ্য কিনতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া অনুযায়ী নীতি ঠিক করতে হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে অসংখ্য শর্ত পালন করতে হবে, এই চুক্তিকে বাতিল করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার পর, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) এক কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ মে) বিকেলে বিএমডিএ-এর নির্বাহী পরিচালক আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামান (এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব) সই করা এক আদেশে তাকে বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তা হলেন- মো. সাব্বির রহমান। তিনি বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে আইটি শাখায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত। বিএমডিএ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সাব্বির রহমান রোববার (১০ মে) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে 'অবশেষে দপ্তর রাজনৈতিক কার্যালয়ে পরিণত হলো! মাশাআল্লাহ!' শিরোনামে একটি পোস্ট করেন। পোস্টটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি বিএমডিএ চেয়ারম্যানের দৃষ্টিগোচর হয়। কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই পোস্টের কারণে চেয়ারম্যানসহ বিএমডিএর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ ঘটনায় সাব্বির

রহমানকে অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সাময়িক বরখাস্তের বিষয়ে জানতে চাইলে সাব্বির রহমান বলেন, "সরকারি কর্মকর্তা হয়ে পোস্ট করায় কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি এ বিষয়ে তাদের কাছে ব্যাখ্যা দিয়েছি। এখন দেখি তারা কী করে।" (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

বিএনপির নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি করলে পুলিশে দেওয়ার আহ্বান

বিএনপির নাম ভাঙিয়ে কেউ চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা ও সন্ত্রাস করলে, তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনের সংসদ সদস্য এনামুল হক এনাম। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘোষণা- কোনো চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস চলবে না। কোনো অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এলাকার উন্নয়ন কাজে কেউ বাধা দিলে, তাকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে। তবে উন্নয়ন কাজে কোনো অনিয়ম করা যাবে না। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধারাবাহিক উন্নয়ন কাজ শুরু করেছে। মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুরে পটিয়া উপজেলার হাইদগাঁও রাজঘাটা সেতু এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মাণাধীন হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যামের নির্মাণকাজ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। এনামুল হক এনাম বলেন, হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম স্থাপিত হলে হাইদগাঁওসহ আশেপাশের এলাকার চিত্র পাল্টে যাবে। উপকৃত হবে কৃষক, পর্যটন স্পট সৃষ্টি হবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়াও বৃষ্টির পানি বা অতিবৃষ্টির ফলে নিচু অঞ্চলের মানুষকে কষ্ট পেতে হবে না।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

শাপলা চত্বর ইস্যুতে বিএনপির ভূমিকা বিশ্লেষণের দাবি রাখে : নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের ঘটনায় বিএনপির ভূমিকা কেমন ছিল, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সে সময় দেশের জনগণের একটি বড়ো অংশ বিপদগ্রস্ত থাকলেও, বিরোধীদল হিসেবে বিএনপির আরও সাহসী ও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল। মঙ্গলবার (১২ মে) রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) ভবনে আয়োজিত 'শাপলা গণহত্যা : বিচারহীনতার এক যুগ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনীতে এ কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এনসিপি সমর্থিত সংগঠন ন্যাশনাল ওলামা অ্যালায়েন্স। বিএনপির ভূমিকা প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলাম বলেন, হেফাজতের ৫ মে আন্দোলনে বিএনপি ছিল বলে দাবি করা হলেও, সে সময় দলটির প্রকৃত ভূমিকা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে। এমনকি গুলির মুখে মাদ্রাসার ছাত্রদের ঠেলে দেওয়ার দায়ও রাজনৈতিক দলগুলোর এড়ানোর সুযোগ নেই। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের আড়ালে বিরোধী মত দমন এবং ইসলামবিদ্বেষ উসকে দেওয়া হয়েছিল। সে সময় হেফাজতের আন্দোলনকে 'তাণ্ডব' হিসেবে প্রচার করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের সন্ত্রাসী বা জঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। যারা প্রকৃতপক্ষে ভুক্তভোগী ছিলেন, তাদেরই অপরাধী হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। দাড়ি-টুপি পরিহিত মানুষ ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গি হিসেবে চিত্রিত করার প্রবণতা ছিল।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক হলেন হেলাল উদ্দিন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পেয়েছেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে সংযুক্ত যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। তার চাকরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ন্যস্ত করে মঙ্গলবার (১২ মে) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, হেলাল উদ্দিন আগামী ১৮ মে'র মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল হতে অবমুক্ত হয়ে বদলি করা কর্মস্থলে যোগদান করবেন, অন্যথায় আগামী ১৮ মে অপরাহ্নে বর্তমান কর্মস্থল হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) বলে গণ্য হবেন।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

বন্দর ও সামুদ্রিক খাতে সহযোগিতার আশ্বাস নেদারল্যান্ডসের

বাংলাদেশকে বন্দর ও সামুদ্রিক খাতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে নেদারল্যান্ডস। দেশটির দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স কুস ডাইকস্ট্রারের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনকালে এ আশ্বাস দেয়। মঙ্গলবার (১২ মে) এ পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধি দলটি বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর আহমেদ আমিন আবদুল্লাহর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে বন্দর, সামুদ্রিক খাত, টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থা, লজিস্টিকস উন্নয়ন ও সম্ভাব্য দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, আলোচনায় লালদিয়া কন্টেইনার টার্মিনালের উন্নয়ন, বন্দর ডিজিটালাইজেশন, বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস, জাহাজ নির্মাণ, সামুদ্রিক ইকো-সিস্টেম উন্নয়ন, গ্রিন পোর্ট বাস্তবায়ন, ভবিষ্যৎ বন্দর উন্নয়ন পরিকল্পনা, হিন্টারল্যান্ড কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ ও কার্বন নিঃসরণ প্রশমনসহ নানা বিষয় গুরুত্ব পায়। এসময় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (হারবার ও মেরিন) প্রতিনিধিদলকে বন্দরের চলমান

উন্নয়ন কার্যক্রম, সম্প্রসারণ পরিকল্পনা, আধুনিকায়ন উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের কৌশলগত গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। একইসঙ্গে, তিনি বাংলাদেশের মেরিটাইম শিক্ষা উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন এবং মেরিটাইম ও জাহাজ মেরামত বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের ক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডস সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

নিউইয়র্ক গেলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন। মঙ্গলবার (১২ মে) তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন। চীন সফর শেষে গত ৭ মে তিনি নিউইয়র্কে পৌঁছান। জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সভাপতি পদে বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রচারণা ও কূটনৈতিক যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। সূত্র জানায়, শামা ওবায়েদও এই প্রচারণায় অংশ নেবেন। পাশাপাশি নিউইয়র্কে কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তার। সফরের পরবর্তী ধাপে তিনি মরক্কোতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবেন। এরপর দেশে ফিরবেন। আগামী ২ জুন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ৮১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ পদে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপের দেশ সাইপ্রাস। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ১২.০৫.২০২৬ এলিনা)

রেডিও টুডে

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সমর্থন প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনাররা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম রনি এ কথা জানান। তিনি বলেন, সাক্ষাৎকালে ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর পক্ষ থেকে তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করায় অভিনন্দন জানানো হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের সঙ্গে বিনিয়োগ, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেক্সটাইল, ঔষধ, শিল্পসহ নানা খাতে সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি বাংলাদেশের পাশে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম রনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তাদের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে ওআইসি সদস্য দেশগুলোকে তাদের সমর্থনের জন্য সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। তিনি শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন এবং ভবিষ্যতে তা আরও জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের সমর্থন প্রত্যাশা করেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনাররা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে সৌদি আরব, তুরস্ক, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, ব্রুনাই, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, কুয়েত, মালেশিয়া, মালদ্বীপ, মরক্কো, ওমান, পাকিস্তান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার এবং ইরান, ইরাক ও লিবিয়ার হেড অব মিশন উপস্থিত ছিলেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

গবেষণা ও উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগী হতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা ও উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আজ সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'ট্রান্সফর্মিং হাইয়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ : রোডম্যাপ টু সাসটেইনেবল এক্সিলেন্সি' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "শিক্ষা ও গবেষণায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৈশ্বিক মান বজায় রাখতে পারছে কিনা- এমন একটি প্রশ্ন অনেকের আলোচনায় ফুটে উঠেছে। দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানের উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে র‍্যাংকিংয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান এখনো প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি।" তিনি আরো বলেন, "র‍্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত গবেষণা, প্রকাশনা, সাইটেশন এবং উদ্ভাবন এই বিষয়গুলোকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কোথায় এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের শিক্ষাবিদগণ নিশ্চয় আরো চিন্তাভাবনা করবেন। শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা ও উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগ না দিলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমাদের টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়বে।"
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

মাননীয়' বলার প্রয়োজন নেই, ঢাবি শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের প্রশ্ন পর্বে তাকে 'মাননীয়' বলার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকটির শুরুতেই তারেক রহমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করেন। এ সময় তাকে প্রশ্ন করেন মোবাশ্বেরুজ্জামান হাসান। এর আগে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) আয়োজিত 'বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা রূপান্তর : টেকসই উৎকর্ষতার রোডম্যাপ' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

হামের টিকা কেন কেনা হয়নি, তদন্তে কমিটি হবে : তথ্য উপদেষ্টা

হামের টিকা কেন কেনা হয়নি, তা তদন্তে আন্তর্জাতিক মানের কমিটি করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সমন্বয় করে এটি করা হবে। তবে হাম নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজন নেই। মঙ্গলবার সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান। তিনি বলেন, "কারো বিরুদ্ধে শাস্তিযোগ্য অপরাধ পেলে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এই সরকারের ঘাটতি আছে কি না, তাও দেখা হবে।" যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে চুক্তি ইস্যুতে তিনি বলেন, "যে চুক্তি হয়েছে, তার লাভ-ক্ষতি যাচাই করা হবে। সরকার নিজস্বভাবে যাচাই করবে, কোথাও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরুদ্ধে কিছু আছে কি না। ছয় মাসের নোটিশ দিয়ে চুক্তি বাতিল করা যাবে। তবে তা করলে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। সরকার বিষয়টি পর্যালোচনা করবে।" প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা আরো বলেন, "জ্বালানি সংকট নিরসনে নতুন আরো একটি অপরিশোধিত জ্বালানি তেল শোধনাগার করা হচ্ছে। বছরে তিন লাখ টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল শোধন করা যাবে।" (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনা হবে কূটনৈতিক চ্যানেলে

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে হলে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। একইসঙ্গে সীমান্ত দিয়ে যেন কোনো ধরনের 'পুশ-ইন' না হয়, সে বিষয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। মঙ্গলবার সচিবালয়ে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, কোরবানির পশুরহাটের নিরাপত্তা ও সার্বিক প্রস্তুতি বিষয়ক সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, "কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে কূটনৈতিক চ্যানেলে আলোচনা হবে। আমাদের কনসার্ন নিরাপত্তা এবং যেন 'পুশ-ইন' না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা।" মন্ত্রী জানান, সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সরকার নিবিড়ভাবে নজরদারি করছে। যে-কোনো নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমেই নেওয়া হবে। ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজধানীসহ সারা দেশের কোরবানির পশুরহাটে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "কোরবানির সব পশুর হাটেই আনসার সদস্য মোতায়েন থাকবে। কোরবানিকে ঘিরে চাঁদাবাজির তথ্য রয়েছে সরকারের কাছে। এগুলো বন্ধে সর্বোচ্চ কঠোর থাকবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।"
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

অভিনয়ে পারদর্শী শেখ হাসিনা ও তার দলকে জনগণ 'থু থু' দেবে : স্পিকার

জুলাই জাদুঘর যতদিন থাকবে, এখানে মানুষ আসলে মাফিয়া নেত্রী শেখ হাসিনা ও তার দলকে 'থু থু' দেবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। মঙ্গলবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন। শেখ হাসিনা মানুষকে গুলি করে হত্যার নির্দেশনা দিয়েছেন উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, "জুলাই অভ্যুত্থানের সময় মাফিয়া শেখ হাসিনা যে তার খুনিদের সরাসরি হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, তার কলরেকর্ড আছে জুলাই জাদুঘরে। অভিনয়ে পারদর্শী এই নেত্রী বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। জনগণ এখানে এসে হাসিনা আর আওয়ামী লীগের মুখে 'থু থু' দেবে।" স্পিকার আরও বলেন, "এই জাদুঘর প্রমাণ করবে, বাংলাদেশের মানুষ কোনো স্বৈরাচারকে বিশ্বাস করে না। গণতন্ত্রের জন্য মানুষ হাসিমুখে জীবন দিতে পারে। এই জাদুঘর হবে বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিশাল সম্পদ।" জুলাই গণ-অভ্যুত্থান যুগ যুগ ধরে বাঙালিদের অনুপ্রাণিত করবে বলেও মন্তব্য করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এ সময় ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল বলেন, "ফ্যাসিস্ট থেকে মুক্তের প্রতিবিম্ব হচ্ছে এই জুলাই জাদুঘর।" পরিদর্শনকালে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় বলেন, "জুলাইয়ের শেষ কিংবা আগস্টের ১ তারিখ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান জাদুঘর খুলে দেওয়া হবে।" জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়ায় ড. মোহাম্মদ ইউনুসসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান স্পিকার।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

ঈদে ট্রেনের টিকিট বিক্রি নিয়ে রেলওয়ের জরুরি বার্তা

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে আগামীকাল, ১৩ মে থেকে ১৭ মে পর্যন্ত ঈদযাত্রার অগ্রিম টিকিট এবং ২১ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত ফিরতি যাত্রার টিকিট শতভাগ অনলাইনে বিক্রি করবে বাংলাদেশ রেলওয়ে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে পাঠানো এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, টিকিট শুধু বাংলাদেশ রেলওয়ের অনলাইন ওয়েবসাইট ও 'রেল সেবা' অ্যাপের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। যাত্রীদের অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা

ফেসবুক পেজ থেকে টিকিট কেনা-বেচা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হলো। একইসঙ্গে রেলওয়ের নির্ধারিত ওয়েবসাইট ও অ্যাপ ছাড়া অন্য কোথাও আর্থিক লেনদেন না করার আহ্বান জানানো হয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলেছে, নির্ধারিত মাধ্যম ছাড়া টিকিট কেনার চেষ্টা করলে যাত্রীরা প্রতারণার শিকার হতে পারেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

মার্কেট খোলা রাখার নতুন সময় নির্ধারণ

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে মার্কেট, বিপণিবিতান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার নতুন সময় নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ে, আজ ১২ মে থেকে ঈদুল আযহা পর্যন্ত মার্কেট, বিপণিবিতান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। আরও বলা হয়, আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতিকে অবহিত করেন যে, ১২ মে থেকে ঈদুল আযহা পর্যন্ত মার্কেট, বিপণিবিতান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখার সময় বর্ধিত করা হয়েছে। তবে কোনো আলোকসজ্জা ও অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে না বলেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় দোকান মালিক সমিতি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত আর্থিক খাত গড়ার ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

আর্থিক খাতসহ দেশের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কোনো ধরনের রাজনৈতিক নিয়োগ বা হস্তক্ষেপ থাকবে না। বরং এসব প্রতিষ্ঠান শতভাগ পেশাদার কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। আজ মঙ্গলবার 'বাংলাদেশ স্টার্ট-আপ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, "বাংলাদেশ স্টার্ট-আপ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি কেবল একটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান নয়, এটি দেশের স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমকে দৃশ্যমান ও গতিশীল করার একটি প্ল্যাটফর্ম।" তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানটি যে মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে, ভবিষ্যতে তা আরো সম্প্রসারিত হবে। তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রধান দুটি সংকট- অর্থায়নের অভাব এবং জামানত দিতে না পারা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন এই উদ্যোগের মাধ্যমে সেই বাধা দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হবে স্বচ্ছ, দক্ষ ও পেশাদার। অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড কাজে লাগিয়ে এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। বিশেষ করে, সৃজনশীল অর্থনীতি বা ক্রিয়েটিভ ইকোনমিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামীণ ও শহুরে তরুণদের অর্থনীতির মূলধারায় যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

ভিসা আবেদনের ব্যাংক স্টেটমেন্টে কিউআর কোড যুক্ত করার নির্দেশ

বিদেশে ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ায় ব্যাংক স্টেটমেন্টসহ বিভিন্ন আর্থিক নথির সত্যতা দ্রুত ও সহজে যাচাই নিশ্চিত করতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১ থেকে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশের ভিসা আবেদনের সময় বাংলাদেশি নাগরিকদের দূতাবাস বা ভিসা সেন্টারে বিভিন্ন ব্যাংক নথি জমা দিতে হয়। তবে তাৎক্ষণিক যাচাইয়ের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় দূতাবাস ও ভিসা সেন্টারগুলো জটিলতায় পড়ছে। এতে ভিসা প্রক্রিয়ায় সময় ও প্রশাসনিক ব্যয় বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে ব্যাংক স্টেটমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট নথি ডিজিটালভাবে দ্রুত যাচাইয়ের ব্যবস্থা চালু করতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, কিউআর কোড স্ক্যান করলে গ্রাহকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখা যাবে। এর মধ্যে থাকবে অ্যাকাউন্ট নম্বর, হিসাবধারীর নাম, স্টেটমেন্টের শুরুর ও শেষের স্থিতি এবং নথি তৈরির তারিখ। এসব সুবিধা নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আরো জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট তথ্য অন্তত ছয় মাস সংরক্ষণ করতে হবে এবং যাচাইযোগ্য অবস্থায় রাখতে হবে। সার্কুলারে বলা হয়েছে, নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোকে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা ও তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি মেনে চলতে হবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

২ কোটি লিটার পাম তেল কিনছে সরকার

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের টিসিবি কার্ডধারী স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য ২ কোটি লিটার পরিশোধিত পাম অলিন তেল কেনার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। এতে ব্যয় হবে ৩৬৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা। স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এই তেল কেনা হবে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভা সূত্রে জানা গেছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন টিসিবির কার্ডধারী নিম্ন আয়ের ১ কোটি পরিবারের নিকট ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে ২ কোটি লিটার পরিশোধিত পাম অলিন ক্রয়ের জন্য স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে ২টি দর প্রস্তাব জমা পড়ে। সবগুলো প্রস্তাবই টিইসি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য

বিবেচিত হয়। দরপ্রস্তাবগুলো যাচাই-বাছাই করে সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান সোনারগাঁও সীডস ক্রাশিং মিলস লি. ঢাকাকে এই পাম অলিন তেল সরবরাহের কাজটি দেওয়া হয়। টিসিবির গুদাম পর্যন্ত পরিবহণ খরচসহ প্রতি লিটার পাম অলিনের দাম পড়বে ১৮৪ টাকা ৪৫ পয়সা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভোজ্যতেল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৩ কোটি লিটার। এ পর্যন্ত ক্রয় চুক্তি হয়েছে ৬ কোটি ৬০ লাখ ৫৩ হাজার ৭৭৮ লিটার। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার : জয়সোয়াল

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য ভারতের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি ৪৫ দিনের মধ্যে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এমন সিদ্ধান্ত ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে কিনা- প্রশ্নের জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেছেন, "সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার। এই সিদ্ধান্ত আমরা সেই দৃষ্টিতেই দেখি।" তবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এর প্রভাব পড়বে কিনা, এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন জয়সোয়াল। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনি ফলাফল বাংলাদেশে কোনো কোনো মহলে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বলে প্রকাশিত খবরের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে জয়সোয়াল বলেন, "আমরা ইতোমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে ভারত ইতিবাচক করে তুলতে চায়, ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে চায়। সেই মনোভাবের বদল হয়নি।" পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ২,২১৬.৭ কিলোমিটার। এটি ভারতের যে-কোনো রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘতম সীমান্ত। উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার। এই সুদীর্ঘ সীমান্তের প্রায় ১,৬৪৭.৬৯৬ কিলোমিটার অংশে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে এবং বাকি ৫৬৯.০০৪ কিলোমিটার অংশে বেড়া দেওয়ার কাজ বাকি রয়েছে। যার জন্য প্রায় ৬০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে দুই দেশের সম্পর্কে আবারও টানাপড়েনের বিষয়টি সংবাদ সম্মেলনে উঠে। সীমান্তে অনুপ্রবেশ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে রণধীর জয়সোয়াল বলেন, "বাংলাদেশের সঙ্গে যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় অনুপ্রবেশ তার অন্যতম। ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করছেন এমন ২ হাজার ৮৬০ জনের বেশি মানুষের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশকে অনেক আগে অনুরোধ করা হয়েছে। ভারত মনে করে, তারা সবাই বাংলাদেশি। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো ওই বিষয়ে কিছু জানায়নি।" তিস্তা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান সম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে তিস্তা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ নিতে তাদের অনুরোধ করেছেন বলে খবর প্রকাশ হয়েছে। বাংলাদেশের আগের সরকারের সিদ্ধান্ত (যেখানে ওই প্রকল্পের ভার ভারতকে নিতে বলা হয়েছিল) বদলে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পারস্পরিক বিশ্বাসের জায়গাটা নষ্ট করে কিনা। এমন প্রশ্নের জবাবে জয়সোয়াল বলেন, "প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে পারস্পরিক স্বার্থই প্রাধান্য পায়।" তবে বাংলাদেশের বাইরে এদিন ব্রিফিংয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় ছিল- 'অপারেশন সিন্দুরের' সময় পাকিস্তানকে সরাসরি চীনের সহযোগিতার বিষয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৫.২০২৬ আসাদ)

BBC

US INFLATION JUMPS TO 3.8% AS ENERGY COSTS SURGE FROM IRAN WAR

US prices rose in April at their fastest rate since May 2023 as the impact of the war in Iran was increasingly felt by consumers. A jump in the cost of gasoline and groceries pushed the consumer price index (CPI), the amount prices jumped by in the past 12 months, to 3.8%. It is the highest level since inflation hit 4% three years ago. The Bureau of Labor Statistics (BLS) said almost half of the rise was driven by surging energy costs, while housing and food costs also contributed. The US-Israel war in Iran, and the resulting effective closure of the key Strait of Hormuz shipping lane, has caused the price of a gallon of gas in the US to surge. (BBC News Web Page: 12/05/26, FARUK)

NO SIGN OF LARGER HANTAVIRUS OUTBREAK: UN HEALTH AGENCY

There is "no sign" of a larger hantavirus outbreak after the evacuation of the last passengers from a disease-stricken cruise ship, the head of the UN health agency has said. But the World Health Organization's chief Tedros Adhanom Ghebreyesus warned "the situation could change" and there could still be more confirmed virus cases. The MV left Spain's Tenerife Island on Monday and is sailing to the Dutch port of Rotterdam. Two flights with the final group of 28 passengers landed in nearby Eindhoven on Tuesday. Three people have died after travelling on the ship. An American and a French national who previously returned home have tested positive. Overall, seven cases have been confirmed. Twelve employees at

a Dutch hospital are now in quarantine over possible exposure to the virus after treating one of the evacuated passengers. (BBC News Web Page: 12/05/26, FARUK)

UGANDA'S PRESIDENT SWORN IN FOR RECORD SEVENTH TERM

Uganda's President Yoweri Museveni , 81, has been sworn in for a record seventh consecutive term following his landslide victory in disputed elections in January, extending his tenure as one of Africa's longest-serving rulers. Heavy security, including armoured tanks, were deployed in the capital, Kampala, ahead of the inauguration in what police said were measures intended to maintain public order. Museveni was declared the winner of the election with more than 70% of f the vote, with his term expected to end in 2031.
(BBC News Web Page: 12/05/26, FARUK)

OVER 370 AFGHANS KILLED IN PAKISTAN CONFLICT IN FIRST 3 MONTHS OF 2026: UN

At least 372 Afghan civilians were killed and 397 injured as a result of cross-border violence between Taliban forces and the Pakistani military in the first three months of 2026, the United Nations has reported, with more than half the deaths attributed to air raids on a drug rehabilitation facility in Kabul. The UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), which monitors civilian casualties in Afghanistan, said its report, released on Tuesday, was based on checks with three different independent sources. The latest quarterly figure, which is higher than the casualties recorded for the period by UNAMA since 2011, included 13 women, 46 children and 313 men. Cross-border clashes between Afghanistan and Pakistan have escalated significantly since the Taliban returned to power in 2021, and exploded into "open war" at the end of February, according to Pakistan's defence minister.
(BBC News Web Page: 12/05/26, FARUK)

ISRAEL PASSES LAW TO ALLOW DEATH PENALTY AND PUBLIC TRIALS FOR THOSE LINKED TO 7 OCTOBER

Israel has passed a new law to impose the death penalty and conduct public trials for those involved in the unprecedented Hamas-led attacks and mass hostage-taking in Israel in October 2023. The legislation was passed by 93 votes to 0 in Israel's parliament - the Knesset - and was unusually jointly sponsored by government and opposition politicians. The remaining 27 lawmakers were absent or abstained. Israeli human rights groups have spoken out against the new law, opposing the principle of capital punishment but also warning against "show trials" based on confessions allegedly extracted under torture. 7 October 2023 was the deadliest day in the history of Israel. Hamas-led fighters killed over 1,200 people in southern Israel, mostly civilians. Another 251 were kidnapped and held in captivity in the Gaza Strip, including men, women, children, and foreign nationals.
(BBC News Web Page: 12/05/26, FARUK)

RUSSIA'S SHADOW FLEET SHIPS DEFYING PM'S THREAT AND ENTERING UK WATERS

Almost 200 so-called Russian "shadow fleet" vessels have entered UK waters since the prime minister threatened to intercept them nearly seven weeks ago, BBC Verify analysis suggests. In March, Sir Keir Starmer announced that British armed forces "are now able to board sanctioned vessels that are passing through our waters". However, BBC Verify has identified 184 UK-sanctioned vessels making 238 journeys through UK waters since then and the government has not publicly stated or offered evidence that any have been boarded. The Ministry of Defence (MoD) say it is "disrupting and deterring" shadow fleet vessels, without providing specific details. One former Royal Navy commander has called the lack of action "pathetic". Each ship entered the UK's Exclusive Economic Zone (EEZ) - an area that reaches up to 200 nautical miles from the coastline. Most of the journeys were through the English Channel. (BBC News Web Page: 12/05/26, FARUK)

:: THE END ::